পরাশর সমগ্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র
“

পরাশর বর্মা এই নামে গোয়েন্দা হিসাবেই অবশ্য আমায় দেখা দেয়নি। তবে ঘটনাচক্র সর্বক্ষণ অসংলগ্ন ব্যাপার এক সঙ্গে জড়িয়ে ওই সিমাটি আভাস আমার মনে যেন ফুটিয়ে তুলেছিল।

কবি হয়েও পরাশর বর্মাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, কিছু শালক গ্রোমস্টা গোয়ারো কি মাহিষের কারণ মনে কোনও মান্তব্য তার নেই। ধারাবাহিকতা রসালতে চেষ্টা ও সে কখনও করে না।

”

প্রেমেন্দ্র মিত্র
অপ্রভুত গুরু
কৃতিবাসের অজান্তবাস • ৬৪১
, তুরস্কের তাস চূরি • ৪৪২
, পরাশরের শর • ৬৫৬

পংশী পঞ্চম
, মূল-উপস্থিতি আধুনিক উপাখ্যান • ৬৬৫
কৃতিবাসের অজ্ঞাতবাস

চিত্রায় করে উঠেছি আত্মত্বে।
 আরম্ভে পাতি কি মনি ছুটি দিয়েছি একখানে উমাদের মতো।
 হয়, আমি প্রথমে প্রশিক্ষিত ভদ্র লজ্জার মাথা থেকে বীরের না করে পারি না যে পাঁচ বছরের আটাশে হেলের মতো ভেবে দিয়েছি হোরে ছুটি পালিয়েছি।
 ভয়া যা নিয়ে সেইটেই হল সবচেয়ে লজ্জার। ভয়া বাধ-তালুক সাপ-থোপ চোর মাসার নয়।
 ভয়া ভুতের, এবং সে হোরের অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যেক। প্রথমেই কখনো করতে বলি একটা গড়প্রমাণ বদ্ধির বিরাট ধ্রুপদী। চারিদিকে ছড়ানো ভাঙা ইট, কাঠ, জমালের চিহ্নিতে সাদা বাড়িতে অপরা করে রেখেছি। তার শুরুর আছে গোল্ফসার্কার মতো তার ভেতরের জটিল যাওয়া-আসার সব রাত্রি, ধরে পড়া বাড়িতে যা জায়গায় জায়গায় ভয়লো মুক্তির রূপে নিয়েছি।
 এ রকম একটা ধর্মসূত্রের সঙ্গে ভুতের ভয় আপাত থেকে ছড়ানো থাকে জানি। রাজ্যতে তাই সর্বমুখ হয়-- আমার জীবনের নকশাকে মনে হয় অশ্রুরী কারও আত্মাস, সামাজিক দর্শন-জানান্নর নড়াচাঁদতে বিকট আওয়াজের বিভীষিকা হত-পা অবশ করে দেয়।
 কিন্তু এ রকম কোথাও হতি আমার হয়নি, স্বভাব-হীরুও আমি নই। ভুত পেতে আমার কাছে হস্তির ব্যাপার বলে আমি নিয়ে থেকে জের করে তাঁকে কিছু না জানিয়ে এ ধর্মসূত্র পরীক্ষা করে দিয়েছি, আর আরপর--
 আরপর সমুদ্র দেয়ালে হয় আত্মত্বে চিত্রায় করতে করতে সে ধর্মসূত্রের থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেছি।
 সাধারণ হিসাবে মেটামুটি সাহসী ও যুক্তিবাদী হলেও এমন আত্মত্বের কি করে অভিজ্ঞতা হলম মাঝারের জন্যে দুইটি কর্মণ ভবন করতে হয়।
 আবার একটি নারী মূর্তি ধর্মসূত্রের গোল্ফসার্কার মতো আকাশবাক্স জড়ানো পথ দিয়ে কখনও প্রায়কৃ কখনও চেষ্টার আড়াল হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সব বহুলের সমাধান আমার হাতের মূল্যের মনে করে সাকলদের আন্দোলন নিশ্চিতে আমি তাকে অনুসরণ করেছি।
 হঠাৎ এক ডায়াগার এত ধমনি হয়েছে। শুরুগাঞ্জ মূর্তিটি একটা ডানালার ধারের অন্তর্কার কী বলি সেবার জন্য মাথা নিচু করে উঠি দিয়েছ। দেখার চেষ্টা করেছে বোধহয় আমাদের।
 সুবর্ণ এই সুযোগ।
 নিশ্চয়ই অঙ্কিতের মধ্যে তার পেছেই গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা হাত ঘরে টান দিয়েছি।
 পরের মুহূর্তে আত্ম-বিকৃত গলা দিয়ে চিত্রায়া আপনা থেকে বেরিয়ে গেছে। কোমল উল্লব হাতটা তখনও আমার হাতের মধ্যে ধরা আর মুর্তিটির কোনও চিন্তা দেই। হয়া সত্য্যই আমার হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা হাতটা গরম একটা তরল কিছুতে আমার গা ভিজিয়ে আমার হাতেই খুলে এসেছে, আর সত্যে শিউরে সেটা ফেলে দেবার পর মুর্তিটা যেন
চোরের ওপরই গিয়েছে মিলিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক মতো রোকার জন্য এ বিষয়ে এখানে ধামিয়ে গেড়ে থাকেই শুধু না করলে নয়। তাই করছি।

একেবারে পুরোধুরি তুল দিতে পেরেছিলাম।

এর অতলের অল্প তুলে একটা বুককুড়িও উঠে না।

একেবারে সম্পূর্ণ অফিসিয়াল থাকে বলে। রেল টেশন কমপ্লেক্স বিশ্ব চোরে মূল।

জায়গাটা অত্যন্ত বাংলা দেশের। নামটা বলত না। বললেই যে কেউ চিনে ফেলতেন। এর সত্যায়ন অবশ্য নেই। তবু নামটা একটু পালটে নিজের অংশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কুমিল্লায় রাখালাম।

জায়গাটা সন্ধ্যায় খুব বেশি কৌতূহল থাকলে অবশ্য মায়ান্ত খুলে দেখতে বলব।

দক্ষিণে সুরংলেখা আর উত্তরে রূপসারায় থাকে। যে নদীটি হলী নদীর মাঝারিয়া ব্যাপারসাদের একে পড়েছে সেই গোপালকি নামের কংগারুটি যদি বা আমাদের কিছুটা চেনা হয় তার সেবিকার সম্পর্কের নাম হিসেবে বিশেষ ছাড়া প্রায় কী হীন ধরে তার মেনে নেয় না।

আমাদের পশ্চিম বাংলার পশ্চিম গ্রামের সঙ্গে এটা ছোট ছিল যেই সাময়িক নদীরই অবার দুটি শাখার মাঝারিয়া যে জায়গাটা নেতৃত্ব বিশেষ মানচিত্রে ছাড়া প্রায় কী হীন ধরে তার সেবিকার সম্পর্কের নাম এই কুমিল্লা।

কী রকম গ্রাম কুমিল্লা তার আর একটু অভাসের দেওয়া যেতে পারে। মোটরের ওপর ছড়ানো হয়েছে নেই একটা ভাগ থেকো চারের ঘুড়ি আর খামারব্যালি, হাজমা-মলা কুঁজু পুতুলের ডেবা আর চুড়া ভাঙা একটা মিটারের নির্দেশ কুমিল্লা। হীরা একবার খেয়ে আছে দুইটা একটা ছোট বাগ। এই জুটের থামার একটা মূর্তি সেকেন্দ্রে ছাড়া টিনের চাল একটা কোনো ঘুরতে বলে।

গ্রামের চিরকালের এই দুর্লভিত্তি যাতে তার অস্বাভাবিক প্রায় একবারের লেপ পাওয়া। যা প্রশাসনের একটা নেমন নাগাদেরব্যালি। একবার তেলের অন্যতম নামকরণে যেমন হিসেবে ছাড়া প্রায় কী চেনা হয় না।

আর আভাস পাওয়া যায় নাগাদেরব্যালির দিন বিকালের দিকে যেমন একটু আত্মগোষ্ঠী দিয়ে গ্রামের একেবারে শেষ গিয়ে দেখতে পারে। হাজা-মাজা ভাঙাকে বিলের দায়ে এই নির্দোষের ভাব অভিজাত বলে যে গড়মাদার নামের মূলেই জমবালা। দুর অতীতের ছাদক একটু আছে। গড়মাদার যে কত কালের পূর্বে পর্যন্ত তা নিয়ে কী কোনো উল্লেখ করা স্থির। বহ্রকালের কোনো বহ্র ধরে তার ওয়ারিয়নিয়ারকে একজন বৃত্তিচ্যুত খাওয়াই কোনও একটা মাথা গোপালবাবুর ঘরে আশ্রয় নিয়ে আছে।

গড়মাদারের উই ভুতুড়ে মেরে স্টেশনের ওপর লোক কর্তার মানুষ গবেষণা নেই বলেই বৃত্তিক বিধায়িত উত্তরাধিকারের দায়িত্ব নিয়ে কোনো প্রথমে ওপরে।

কৃষ্ণ আসার আলাপ যেমন তিনি আসার পরেও তেমনই গবেষণার লোক এই খাওয়াই প্রদত্তী বিশিষ্ট ধর্মের পার্থক্য মজার নয়।

সারা গাঁথায় গাঁথায় কোনো বলেন না এই পোড়া গড়মাদারকে যাদ দিতে শেদের চাল হলেও কী হেটা যোগাযোগের একটু যে বাড়ি আছে নাগাদের সেই বাগানীর বাড়িতেই আসি উভচর। নাগাদের অনেক পুনর্নামকরণের পেশায় জমিদার ছিল। জমিদার উড়ে গেলেও নতুন বিল্যানুষ্ঠান করবার কাছাকাছি বাড়িটা এখনও চালুআছে। নাগাদের এক ছাদের লেখাখাঁড়া শক্তি। আমার কাজের জন্য তার সায় সুগন্ধ আলাপ হয়েছে।

সেই আলাপে এই বিষয় আর তাদের কাহিনী বিষয়ে আজ তাদের পেয়ে নিজে থেকেই এখানে এসে কিছুদিন ধর্মে সুযোগোষ্টিতে চেয়ে নিছি।
কিন্তু দুনিয়ায় এত জানাগো থাকতে এমন একটা অবসন্ধ গুরুত্বে বেশ নির্ভরিত কিনও শুধু একটা ব্যাখ্যার জন্য।

হ্যা, ব্যাখ্যা পরামর্শের সময়ই। নির্দেশ হওয়া সূচনা কথায় একটি তাকে তার ঠিকে বলেছিলাম যে তার তুমি দুর্গন্ধ রইলো সে ক্ষেত্রে, ইচ্ছে করলে এমন গা ঢাকা দিতে পারি যে এক মাসের মধ্যে আমার প্রাণ বাংলা করা তার সাধা হবে না।

পরামর্শ প্রতিবাদ করলে, অন্যতম একটা মুখ্য হন্তার হেসেছিল যাতে পারাশরের জালায় তফসী বাজি ধরে বলেছিলাম, 'এই রাজ তোমার সম্প্রতি বাজি, যেখানে তুমি আমার আল হয়ে গেছে পান। তুমি, বাজি নাচ এ বাজি রাখতে না?'

এর একটা সময় পাস হয়েছিল, 'বাজি যদি হয় তো বাজিটা কি হবে না?'

'বাজি?' দু-দেসোক্ত তেত্রুক চটপট বলে দিয়েছিলাম, 'আমি যদি হারি তো সে পর পর চার হল্লা তোমার কবিতা আমার কাগজে ছপপাপ। তুমি যদি হারি তা হলে একমাস আর কবিতা লিখবে না।'

'একমাস কবিতা লিখব না!' পর চার হল্লা কবিতা ছাপার কথায় পরামর্শের উজ্জ্বল হয়ে তথ্য মুখচা এক মাস কবিতা না লেখার কথায় কেননা মন্ত হয়ে গেছেলু। বলেছিল, 'বাজিটা তিন্ধ নয়ার হচ্ছে না। তবু তোমার সুমধুর আশায় বাজি হচ্ছি।'

পরামর্শের সময় এই বাজি রাখার দিন পাতকের মধ্যে একদিন উদাহরণ হয়েছিল। যারার আগে পরামর্শের দাবী শুধু একটা শোষার্থ দিয়েছিল আমার অজ্ঞাতবাস শুরু হওয়ার ভাবিয়া আrylic রেকর্ড করা রাজনীতিজ জন্য।

কুমিউরিডিতে নাগেন্দ্রের কাছারি বাজিতে একক ওঠার পর পরামর্শের জন্য একটা দুর্দশ হচ্ছে। সত্যি, বাজিটা তিন্ধ নয়ার হচ্ছে। আমি হারানভো চার চার পর পর পরামর্শের কবিতা ছাপিয়ে আছি। কিন্তু অন্য পাশে পরামর্শের শালিয়ে যে অনেক দিনমাস। পুরো একটি মাস কবিতা না লিখে তাই তার পক্ষে যে কোথায় তা তো আমি তাল করেই জানি।

একমাস চেয়ে কাটিতে দেওয়া যাবে তার কাছে অনেক সহজে।

বাজির শর্তে তার ওপর যে দৃষ্টি রকম অন্যত্ব অবিচার করা হয়েছে সেটা আরও ভাল করে বুঝেছি সারারাত বিবিধক এক প্রাক্তনের প্রেমে কাটার পাক্সক সাতটার পর দুধ ও মাটের মধ্যে প্রায় দুলিয়ে যাওয়া একটা কাটানে নেমে। স্টেশনের নাম উম্ম। জানা না থাকলে ট্যাইমটেবল মেইডিউ সহজে কেউ একটা কাটানে নেমে বলে মনে হয় না। এই স্টেশন থেকেই সনাতন গোরার গভীরতে উন্মুক্তি করে বেঠাতে পারি পারাশরের করণ অবসান কথা ভেবেছি। আমার চিন্তা পাওয়ার পর সে আমার চিন্তা সম্বন্ধে করবার জন্য হয়ে এসেছে বেঠাতে বিচ্ছিন্নঃ।

কিন্তু ভাল বলতে হলে শর্ত থেকে আমি যে একটা রক্ষিতে প্রাক্তনের প্রেমে সারারাত কাটায় উম্ম মতো একটা স্টেশনে নেমে গোরার গভীরতে বিশ ক্রোহ পাড়ি দেব তা কি তার পক্ষে করা হচ্ছে সহজে।

নাগেন্দ্রের কাছারি বাজিতে ভাল হোটেলের আরাম আশা করে যাই। একটু-আরুটু অনুপন্ন হলেও দিনো লে তাই একক অভাবই কাটাল। আসল সমস্যাটা ছিল নিষেষ্ঠা নিয়ে।

কাছারি বাজির সর্বাকার মশাই আর গ্রেসের দুঃখ চাতুর্য হিসাবে কি চাতুর্য জীবনের শেষে অবসান নেওয়া মানুষ ছাড়া কথা বলতে কেউ নেই। আমি আশা এ সমস্যার সম্প্রদায়র ব্যবসা নিষেষ্ঠ হবে এই কথা নিয়ে বলেছিলাম সম্ভব করে। প্রথম প্রথম বহুকাল আগে পড়া হলেও দুইটি খণ্ড থেকে সময় একত্রে আর হয়নি। এক মাস অজ্ঞাতবাসে সেই কার্যকরতাই সম্পাদন করে, একসঙ্গে রথ লেখা আর কলা বেশ লেখা আসার এই ছিল সঙ্কটে।

কিন্তু মাসের অর্থে না কাটাতেই সে সম্ভাব্যে অমন বাহারার পড়বে তা ভাবতে পারলাম।
প্রথম কথ্যে আমি সকাল বিকেল সারা পাম্প ঘুরে ফিরেছি। দেখার কিছুই হয়, হয় জেতে পুরো একটি মাস কাটাতে হবে। নাঘায়া নেহাত অচেনা বা কেন থাকবে।

হাস্থ দুই বাদ দিয়ে শায়েরের মান রাখালের জন্য সেকেলের কেলেস্তিনের টেল ল্যাম্পট জেলে বাইটি সবে পূর্ণ হয়েছে। এমন সময়ে সরকার মশাই ঘরে দেখতে পারতেন।

সরকার মশাই মাঝারিসি সাদাজুরে গেয়ে মানুষ। এমনিতেই একটি বেশি কিন্তু। কিন্তু একটি দাড়ানোর তালিকা, মুখের মতো অন্য সহ কোথা বলার হচ্ছে কেমন মন অন্তর্ভ লক্ষ্যিত অনুপাতির চেহারা যুত্তে উঠেছে।

বাই থেকে আমি মুখ তুলে তাকালোর পার বার কয়েকটি চোখ দিলে তিনি প্রথমে সুধু থেমে থেমে থেমে বলেছেন, 'আজি, একটি মুখকিল হয়েছে।'

'মুখকিল! কি মুখকিল?' আলাম হয়ে জিজ্ঞেসা করেছিলেন।

'আজি, আজ রাতে আপনার দুষ্কর্ষ খাওয়া হবে না।'

সরকার মশাইরের অনন্ত ট্রাজিক ভাবনার পর সমস্তটা মাঝ দুরতের জেনে হেসে ফেলে বলেছি, 'তা হলে আর কি করা যাবে?'

একটি থেমে সরকার মশাইকে সহজ হবার সুযোগ দেবার জন্যই আপনি অপর কিছু করেছিলেন। 'তা হচ্ছে কি তা হচ্ছে কি তা দুরতের জেনে হ্রাস করেছি। এ আলাম ক্ষুধায় করেছেন সরকার মশাই। আমার সে দুরতের ক্ষুধায় তা তার নয়।

একটি দৃষ্টি হয়েছে বলেছি, 'বাপাররা একটি খুলে বলেন তো।'

খুলছে এবার বলেছেন সরকার মশাই। যা বলেছেন তাতে অবাক একটি হলেও উপভোগ করবার মতো মজাই পেয়েছি।

আলামের আলাম যা হয়েছে তার দাঁড়াই এই একদিন—

'তুষের ভয়েই আমাদের গায়িকা নাকি আজ সদরের পায় আর আসতে পারবে না,' তাই শনিবেন সরকার মশাই।

'তো তুষের ভয়ে আত্মসমর্পণ হলে কেন ৰ? জিজ্ঞেসা করেছি আমি।

'কাল রাতেই আমি অশ্রুরাণির প্রাণে দেখা দিয়েছে বলে।'

'তা হুইনা দেখা দিয়েছেন তাই যে তুষা তা দেখা চেল কী করেন? জ্যাট মানুষকেও তা তুষা বলে তুলতে পারে।'

'না, জ্যাও মানুষ নয়, তুষা। তুষা ছাড়া গড়ামাদের ওই ধরনের অতিথি পুরীতে জ্যাট মানুষ করবে জ্যাহ চায় কিংবা সিরহ হবে না।'

'আমি, তুষা না হয় মানুষের, কিন্তু গড়ামাদের তুষা দেখা গেছে তা গায়িকার পথে হাঁটতে ভয় কী' নিরাময়।

'তোমার রীতিমতো কারণ আছে। গায়িকা রাতে দশ বছর আগের কথাটা বেলেন।

গড়ামাদের তুষা কিছু দেখলেই নিশ্চয়ই সবচেয়ে পরে কেবল তার ঘরের বার হয় না।'

'কী হয়েছিল দশ বছর আগে?' জিজ্ঞেসা করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে সরকার মশাইরের কাছে যা জানবার জেনেছি। দশ বছর আগে কিছু তুষা বাপার দেখলেও প্রথমে কেবল সেটা খুব প্রাচীন মধ্যে আলাম। তুষায় দাঁড়িতে তুষা দেখা যাবে এ আর আশচর্য কী! রাত্রিতে আলাম
নতুন যার আর নানারকম আওয়াজ পাওয়ার মতো অনেক দুঃখের ব্যাপার আরেক পাওয়ার কারণে কেউ কেউ দেখেছে মাত্র মাত্রে। সেবার ব্যাপারটা কিছু অনিয়মিত হয়েছিল।

গোলমালের দুঃখের আলোকতালো দেখা যায় পরিসম্পরক একটি সকলের ভাগতে বিলের ধরে কোটে একটি মায়েরকে কাটে কাটে মায়েরকে হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। লোকটা মরণের, কিন্তু মায়ের চোখে যেখানে অপব্যবহার কাহিল। সবচেয়ে অনেক ব্যাপার এই যে লোকটা কুমুদিনীর সম্পূর্ণ অতিক্রমে অন্তর।

বিলের ধরে যেখানে তুলে একটি সেবামৃত্তিকা করার পর লোকটার জন্ম ফিরেছে। তখন সে যা বলছে তাতে সমীত শান্তিকের। কে তাকে কেন মেরেছে তাতে তাই নয়, একজন কেমন করে এখানে সে এসেছে চোখ দেখালে না। এ তলার লেখে সে নয়। অনেক দুরের একজন কেবল একে কেনে ভয়বাজাতে তাকে এখানে এনে মেরে যেতে করে এসে গেছে।

কথাটি শুনুন আত্যন্ত, কিন্তু একবারের অবিশ্বাসই বা করা যায় কী করে! এ তলার সম্পূর্ণ অনেক একটি লেখার কথায় এখানে মেরে যেতে পারে হতেই বা আসে কেন?

এরপর যা হয়েছে তা একবারের অবিশ্বাস। অনেক ব্যাপারের কুলকিনা না পোশ দিয়ে বাংলা রাখতে একজনের শেষ পর্যন্ত বেশ দুরের পুলিশ চোখে গেলে বাংলা হয়। তার ঘরে আসবার যেখানে তখন লোকটা হঠাৎ একক উঠল। যেমন এনে গেলেছিল তেমনই কেনে ভয়বাজাতে তাকে এখানে এনে মেরে যেতে করে এসে গেছে।

এই অংশটি বুমুরক্ত প্রথম একবারের ভয়ে কাঠ। গোলমালের ভূত সমুদ্রে সনের বারও সেই তথ্যে আছে গেছে। একবারের জন্য এই বেশ দুরের ব্যাপারা। যখন তখন দেখা যায় না। কাজের তথ্য ব্যাবহার বর্তমানের হয় প্রথম।

মনে মনে হাসলেও সরকার সুস্থিরের সব কথা খুব গতির মূলেই শুরু নি। জিন্দগির ভাবে এর কোনো প্রশ্ন করিনি।

মনের মধ্যে সংকল্প তখনই অশ্লীল হয়ে গেছে।

সেই সংকল্পের ফল যা দায়ভারে তাই দিয়ে এ কাহিনী শুরু।

হয়, সত্যই সে রাতে সরকার মায়ের তার কাচারিতে পূর্ণ যারার পর তার কাম তারের শেষ নিশ্চিত হয়ে টলচানি দিয়ে যেতে পারে গেছিলাম।

পৃষ্ঠপোষকের শান্তি এককালের অন্তর। শুধু মৃত্যুর যাহার আলোর সঙ্গে বাক্তকে আকাশের তারার কাকের ফিকিমিকিতে পথগাছ বেষ চেলা যায়। সব গীতের নির্ধারণ করার পরে গোলমালের মূল দিয়ে যেতে এককালের দুরের পোতার কাটা কুড়ির দুরের কাছ ঘুরে আর কিছু শুনতে পেলাম না। আয়র কেনে মন হল এককালের উঠে গিয়ে কীতে মনে চাপা পড়ে গেল।

যদি একটি যে না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু সেটা হারায় করবার মতো মন নিয়ে যায় নিয়ে।

নির্জন নিম্নাঞ্চল গীতার পরে শুধু নিচের গীতার পারের শেষ শুনতে শুনতে গোলমালের ধর্মসম্পর্কের কাজ কবে গীতার কবে তখন শুনতে পাবার বক্কুলীয়। যখন সম্ভাবনায় এই মত চাই দুরে রাখা অর্থে তোলে আর বাক্ত নয়। সামঞ্জস্যের সৌজন্যের রিভার্স ধর্মসম্পর্ক কোনো চাই দুরে রাখা অর্থে তোলে অনুভূত হয় না কেনে,
এ পুরীর ভুঁতুঁড়ে ব্যাপারটা যে কিছুটা মুখুন্ত্ব জড়ানা করা উচিত যে, তার কিছুটা কেনও মলদের দলের কারণগুলি এ বিষয়ে তখন আমার কেনও সম্ভব নয়। ভুঁতুঁড়ের ভয় দেখিয়ে নিশ্চয়ই দুর্গ কেনও একটা দল এই গভীরদায়িত্ব ধরে পুরীর তাদের কেনও উদেশ্য সিদ্ধি করছে। তাদের দেই কারণসাধিত আমি ধরে ফেলে চাই।

ভুঁতুঁড়ে না হেক, দুই মানুষের শক্তি তার ভয় যে একবারের করিন এমন নয়। তবে এই নেহাত নগণ্য গ্রামের একটা সার্দিতে সতির্করণের কেনও বায়া বদমায়েশের দলের দেখা পার বলেও মন করিন। কিছু গেলে নেহাত চিনাটে সতির্কাদের গোপন নেশাভাবের অভাব-ই স্বচ্ছ পার বলে ধরে নিয়ে যাও আমার সেরকম দু-চরটেকে সামলায় ক্ষমতা সীমায় কেন সগুন এসে বলে।

ধারণাটা তাইকার ছিল বলেই মননির করে নিয়ে ধারণার দিকে পা বাড়িতে গিয়ে একটি বেশিরকম চমকে দীর্ঘকাল পড়তে হয়েছে।

দুরে কুলস্তুপের একটা চিত্তের ধারে অপসারণীর যা চেয়ে পড়েছে, আমার ধারণার সঙ্গে তা ভিক্ষা মেলে না।

দুরের যে দেখা যাচ্ছে তা আবার হলেও সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে ঢাকা যে একটি নারীমূর্তি সে দেখিয়ে সগুন নেই।

ভূতলের প্রকাশ একটা কিছু দেখব বলে জানায় যে, কিছু নেটে আন্তরাশ আরও মানুষের কিছু হবে বলে মনে করেছিলাম। মূর্তি প্রদর্শনের গোপন নেশাভাবের দলের কাছে একক নারীমূর্তি দেখার কাজ আশা করিন।

একবার মনে হল এ গোপন প্রতিকের একক অধিবন্ধী সেই বিধবা বুদ্ধিকে দেখেছি না তো। কিছু একবারের উল্লাসের কৃষ্ণের রঙের তার প্রাপ্ত। এ প্রেমে এমন সময়ে এই চিত্রের ওপর উঠে যাওয়া কেন? তা ছুটিতে অস্পষ্টই হেক, চেহারাটা তো কেনও বুঝার বলে মনে হয় না।

বৃদ্ধী যে নারী মৃত্তিকা হইৎ সর্বে ভোতর দিকে যাওয়ার সঙ্গে নির্দিষ্টভাবেই বাইলা গেল। চলাচল চুঁড়ে বার্ধক্যের ছাপ তো নেইই, খুবতো হিসেবেও কেনম যেন তার মধ্যে একত্রে ছদ্দের তফাত।

মৃত্তিকার সর্বে যাবার পর দীর্ঘকাল দীর্ঘকালে দুবন কথা আমি কিছু ভাবিনি। যতদূর সর্বভ নিশ্চিত আর ফত পায়ে তখন আমি তাকে অনুসরণ করিন।

এই বিষয়ে ধারণার দিকে দিয়ে নির্দেশনা গোপনের কাজকে অনুসরণ করা খুব সোজা ব্যাপার নয়। যে কেনও মুখুর্তে জানায় সেই ধারণা পড়বার সাধারনই বেশি।

নেহাত ভাবের জোরেই সে বিপদ আমার হয়নি বলে মনে করেছি। একটি করে ব্যবধান কমিন মৃত্তিকার বোধ করা এখানে পার মৃত্তিকার চলাচলের ধরনে ফেরো যে তাকে অনুসরণ করেছে তা সমন্বয় করেছে বলে মনে হয়। কোথাও একটু থেমে, কোথাও আবার যেন অক্ষমে একটু ধরে বেশিরে মৃত্তিকা যে তাতে এগিয়ে গেছে তাহে তাতে আসল উদ্দেশ্য ফিরতে দেরি হয়নি। সে উদ্দেশ্য হল এত কারণে গোপনের পথে এ তুলনাটে আসবার প্রস্তাব যদি করার হয়ে থাকে তা তাকে ভয় দেখানো। সেই জনাই একটি গিয়ে মৃত্তিকার মাফে মাফে এমন জনাই গিয়ে দীর্ঘকালে বাইরে থেকে যেখানটা দেখা যায়।

এইসময় একে জায়গা দীঘকালের সমসাময় ছেন থেকে তাকে ধরে এই ছিল মদনবর। কিছু মতলবটা অত সঙ্গে সিদ্ধ হল না। আমার অত সাধারণ হওয়া সঙ্গে কী করে তাই না হইৎ এক সময়ে মৃত্তিকার বেশ সুনির্ধিঃ হয়ে উঠেছে মনে হল।

এরপর তার পতিতিবাদ গেল বলে। আমি যেমন তাকে, সে-ও যেন তেমনই তার অস্বাভাবিক শক্তিকে ধরবার জন্য সেই ধারণার মাফে এক ধরনের লুকোচুরি শুরু করে দিলে।
তা কলা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কী তারে তাকে ধরেছি এবং ধরার ফল কী দাড়িয়েছে তা দূ-বার বলবার দরকার নেই।

ভয়ে দিশেশারা হয়ে উন্মাদের মতো গভীরাবর্তের ধারাতলী থেকে বেরিয়ে কত দূরে ছুঁড় চেষ্টায় জানি না। কিন্তু সে আমাকে থেকে বার হবার সময়েই একটা চিন্তা ওপরে বুনা লাগায় পাড়া জলদে পড়ে গেলাম।

সজরার সেই পড়ে যাওয়াতেই আমাকে ইন ফিরে এল। এ আমি করছি কী? একটু সামলে নিজের হাত-পায়ের দিকে তাকালাম। শরীরের স্পর্শ যা টের পাছু সেই একটা গায়া হিসেবে কিছু ছোপ হাতে জানায় কাপড় লেগে রয়েছে। কিন্তু এ কি রকম?

একক্ষের খেয়াল হওয়ায় পক্ষে থেকে টিন্টা বাড়ি করে দেখলাম। রাত্রি লালো বোঝ, কিন্তু রুত্ত এ নয় না। রুত্ত হলে একক্ষের ভোজনে শুধু করত।

জিনিসটা তা হলে কী? তার খারিবকে আসে যা ঘটেছে সে ব্যাপারটাই কী কী? নিজের হরদম্পদের সঙ্গে হাট-পায়ের বেষ একটা কাগজুনি আনুষ্ঠানিক করলেও দীর্ঘ দেখি দেখা হল ধরে আসার তেজের গিয়ে চুকলাম।

এদিকে অদিকে একটু বোঝার পর সুদীর্ঘ জাগরণ গেলে খুব দিনে হল না।

যথেষ্টই সরা শ্রীকরা তখন অন্যে শিখের উঠেছে। ঠাকুর নরম কী একটা রবারের মতো জিনিসটা পায়ে মাঝে হেঁটেছি।

হ্যাঁ পৃথিবী একক্ষের দেয় লাফ দিয়ে উঠলেও কেনও মাঝে মাঝে জিনিসটা মেয়ে থেকে একের পুলে টিন্টা আলাম।

লাল গায়া ছোপ-লাগে সেই ছিড়ে খুলে আসছি ছুঁড়া।

পাপার তালায় এই একটু রবারের মতো বেড়িল নিজের জিনিসটা নিয়ে বাঁচাতে না হতে।— কোম রবারের। পাপাট একটু কাঁধের টের মুভিটাই পেলাম। একটা হাত কাটা অবস্থায় ঘরের কোনো কোনো কাট হুঁড় পড়ে আছে। হাতের সংখ্যা নির্দেশ কাফ্তানি বাড়িতে ফিরে এলাম। সরকারি মশাইয়ের নারী তাকে আমি শোনা যাচ্ছে না। দূ-বার বিশ্বে থেকে তোকে ঘরেই আগে চুকলাম পাঁচালী। সরকারি মশাই সেখানে নেই।

পাপার দিন সমালোচনা আসার টেমিলেই তার চিঠিটা পেলাম। হঠাৎ বাড়িতে বিপদের খবর পেয়ে তাকে রাগেছি গো ছুড়ে চলে মেটে হেঁটেছি। আমার সেবার কোনও কোনও গরী যাতে না হয় নে বাব্বার তিনি করে যাচ্ছেন। আমি তা তাকে মাফ করি।

সেবারকের বাবা সত্যই যে করেছেন সকলেই গয়লা আসায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

'কাল রাতে কী দাওনি কেন,' জিনিসালা করলাম তাকে।

'আজ সরকারি মশাই যে খবর দিয়ে পাঠালেন, দূষ রাতে লাগবে না বলে।'

চুপ করে শুনলাম। একটু বোঝার প্রাণের নতুন আলাপারা এলে গভীরাবর্তের তুলুদুড়ে কিছুদিন করে কথাটাকে বলিয়ে তাকে।

তারা জানো অবক। অনেকজনের পোড়াবাড়ি হলো যা হয় সেই তুলুদুড়ে বদনাম বাড়িতে থাকলেও সরকারি মশাই আসায় যা বলেছেন সেরকমে কোনো গল্প তারা পোষনদে।

'কিন্তু কাল রাতে সমস্ত গোল হঠাট অনন্য নিষ্কল ছিল কেন?' জিনিসালা করলাম।

'নিজে নিষ্কল ছিলো,' আলাপারা হাসলেন। তার পর বুঝিয়ে দিলেন যে, নেহাত বেয়াড়া কিছু না ঘটে কুমলতিকের মতো গোল প্রাপ্ত রাত্তেই অমনি নিষ্কল থাকে। আমি এর আগে রাত্রে বার হইনি বলে জানতে পারি।

* * *

সোজা তার পারদিনেই কলাকাতায় ফিরে এলাম। ফিরে স্টেশন থেকেই কুমলতিকের নামের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু টাকিদিতে উঠে সুদুরিতা মাথায় এল। নাটকের কাছে তা নয়ই,
নিজের অক্ষেপে এমন যাবার দরকার নেই। বাজির মস্ত শেষ হতে আর কয়েকটা দিন বাণি আবে। সে কোনো কোনো হোটেলে অজাতবাসে কাটিয়ে দিলে ক্ষতি কিছু নেই। পরাশর কী করছে গোপনে নে খবরও নেওয়া যায়।

বুদ্ধিমান মাথায় এসেছে, পার্ক স্টিফ অপরাজেয় একটা হোটেলটা হোটেল থেকে পরাশরের বাড়িতে ফেরে করিতে তা বোঝা গেল। পরাশর বাড়িতে নেই, কলকাতাতেও না। আমি কলকাতা ছাড়ার দিনকোনেক বাড়ী কোথায় যে গেছে আর করে যে গিয়ে তার বাড়ির অন্তর্দিক কিছুই জানে না।

মনে মনে একটু হাসিয়ে গেল। নাগেরের সরকার মাস্টারের কাছে আমি নাকাল হয়েছি ছিলেই, কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়ে এসে পরাশরের একটা একটা হয়ে একটা নিজের গোয়েড়ারিয়ের মন রাখতে হিসাব দিয়ে কোথায় আমার বাড়ী তুলে গিয়ে নামিয়ে রাখতে হব। সত্য পরাশরই সিদ্ধি দিয়ে উঠে ঘরে চুকছে।

কিন্তু তার হাতে ওটা কি?

হাতে যে কি পরাশর টেনিসের ধারে এসে বসে হাসিয়ে নিয়েই জানিও নিলে, 'তুমি পর পর চার হাঁটু ছাপাব কথা দিয়েছেন, তাই বাছাই করবার জন্য কৃষি বেশি করিবিএই এখন।'

'পর পর ঘোর করিবা ছবাব! কথাটি করার দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ বিমূর্ত বিমূর্ত ছবা দিয়ে আর স্বর বার হয়েই চার না।

'দুঃ...দুঃ...মি!' তারপর একটু সামলে উঠে বিস্তার করিলাম, 'কিন্তু আমার ছিন্নানা গেলে কি করে ?'

সামনের একটু বর্ধন করে। পরাশর খুলিয়া তাছিলা তো পকেট থেকে একটা চর্টিকে বার করে আমায় হাতে দিয়ে বললে, 'এই সে, দেখুন না।'

খেলালো। খবরের কাগজের একটা বিস্তার। বিস্তারের নির্দেশগুলো। বেশি নয়, মাত্র নিউজইয়েক লাইন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীরূপিতাস তদ্রুপ রথ করেক দিন হইতে নিশোভন।

কেহ তারি সমাধা নামে এই বেসামরিক গোয়েড়ারিয়ে বাড়িতে করিবেন।

আমার পত্তা শেষ হবার আগেই পরাশর বলে দেন, 'ও বিস্তার বার হবার পরিবর্তেই মিস্টার নাগ আমার সঙ্গে যেখানে হয়ে গেছেন করা করিবেন।' এই ফোম বাবারের হাতটা বানাতে যে একটু হাসিয়া হয়েছিল আর প্রথমে শোনে মিস্টার নাগের চিঠি থাকা সেকেলে সরকার মাস্টারের এ জড়িতে রাজি করিতে।

'কিন্তু, কিন্তু,' গলাটা বৃষ্টিখানি সাংবাদিক রথবারের চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওই নারীমূর্তিটি কে ?'

'কেন ?' পরাশর একটু গর্বভরে জানালে, 'খুব খারাপ মানিয়েছিল যে ছেলেরেলার ফোনের পার্ট করিয়েছি যে। এখন মন দিয়ে শোনা কৃষি করিতা পড়ে শোনাচ্ছি। নাগের দুটো আছে——

'নাগের দুটো আছে ? তা-ও আমার ছাপতে হবে ?'

'বা, তা হবে না।' আমার আদর্শের হলকার মতো। বাচন প্রাক্তন না করে পরাশর জোর দিয়ে বললে, 'একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে !'
তুরুপের তাস চুরি

ঝাককে খটখলে চলে গেছে দিনগুলো
এখন তো স্বাগতসেতে
তা না হলে সপ্তসপ্ত
দীন আর রাত
তবু আছি প্রস্তুত
করব না খুঁড়কুড়
মেনে নেব যে মনে বমন রাত।

কবিতাটার চোখ বুলিয়েই কার সেখানে নিশ্চয়ই দেখা গেছে। হ্যা, এ অনুভূত কবিতা সেই এক এবং অধিকাংশ গোষ্ঠী-করি পরাশর কর্ম।

আমার প্রতিকৃত জনবল পাঠানোনি মুখে না বলেই ধীরে ধীরে তার এই মার্ক-মারা অপরাজেয় কাব্যসূচিটির গেছে লেখক বাহান্নহ্যের চর্চা তাকে একটা চিতা লিখছিলাম।

লিখছিলাম, 'তোমার কবিতাটি পরেছি কিন্তু তোমার গন্ধের নীরবতা হালকা কাঁথাতে যাচি কি না তাই ভাবি। সেটি পর্যন্ত কবিতাটি হয়তো না ছিলুে উঠতে পারব না, কিন্তু সেই স্বাগতে তোমার সম্ভাব্য যা মনে হচ্ছে, তিনি না লিখে পারব না। বিলেটের রানির বাড়িতে কোথাও বাবার সময় রান্নার যদি তাঁর সামগ্রীকে কখনও লক্ষ করে থাকো। তা হলে অন্য সব সমানোন্নত কর্মনের সামনে তাঁর বিচবিচ অভ্যন্তরের টিক পাতে বিশেষ অভ্যন্তরকে নিশ্চয়ই দেখতে। লাদা-চড়া সুষ্ঠসম্মত চেহারা, পেশাক একবারে পুরোপুরি কেতাবুর্জন, মাধ্যম বাড়িতে হাটটি পর্যন্ত একবারে তো মনে তৈরি করে বসানো। ব্রিটিশ মহারানী সরকারিভাবে কেটে গেলে তো বদলে নিজের শখ বা আমাদের জন্যে যে-কোনও চেহারা এই বিশেষ মানুষটিকে একবারে নিশ্চিত পোশাকের থেকে তাঁর কাছাকাছি এমন আরামের দেখা যায় যেখানে রাজপরিবার বা ইন্দিয়ার সমাজের হাঁস আর কাঁকড়ে দেখা যায় না। বিলেটের কর্মীকে আঘাত-এর মতো বেড়ে পড়ে প্রতিদিন যথার্থ রাজকীয় উৎসবের বায়ার, হ্যাঁ অপেক্ষা করে বল, সে রকম ধ্বংসে নাট্যসঙ্গীতাত্মকের আয়োজনও তাঁ। রানি মহোদয়ের উপস্থিততে সে-সব অনুষ্ঠান তাঁর যথাযথতা মর্যাদার পারা। সে-সব অনুষ্ঠায় রানি মহোদয়ের বায়ার কাহিনী নিয়মে কেতাবপূর্ণ পোশাকের এমন একজনকে দেখা যায়, যে রাজপরিবার বা কাছা কাছি স্ত্রীলজ কেন্দ্র খাদ্যশিল্পের কৃতি নয় নাই, এমনকী সহায়তা পুলিশ-গোষ্ঠীর নয়।

তার হলো কি তিনি? কে তিনি? তিনি এ রকম বিবেকের আন্দোলন কিছু তালিম নেওয়া শুধু মানুষ, যার হাতের চিঠিতে টিপ শুধু অবাধ্য নয়, যিনি তাঁর পোশাকের শুধুর থেকে নিম্নে সে-গীতিকে বার করে যথার্থ সমস্যা সমাধানকে অবাধ্যক্ষভাবে চিনে লক্ষ করে নিজের অন্ত্রে তাকে অকর্মণ্য করে দিতে পারেন।
তাঁর খানাদানি গোষাল এমন নিষ্পত্ত যে, তার মধ্যে অদৃশ্যাবভাবে শুধু পিত্তল রাখার ব্যবস্থা করতে বিলুপ্ত সবচেয়ে বড় ওয়েস্ট এড়-এর শাহনাশা দেরিয়ের উপরোক্তিতে দিতে হয়।

বিলুপ্তের সবচেয়ে বড় খানাদানি মহলের বাজার থেকে থাকে সেই বিশ্বাসে “বেলফাস্ট নিউজ লেটারস” পত্রিকার ক-টা পুরুষোত্তর গোষালি। কৃপিকার তুষ্টক কথা পড়তে পড়তে তোমার কথা মনে হচ্ছিল। তোমার পিত্তল-বন্দুকের অবহোক লক্ষীর তুলনায় তা, অনেক দেখি না হোক, সমান দামী মুখ দেখে মনুষের মনে ভেদেতে রীতিমতে পড়ে তোমার কথা দেখি হাস্যরসাত্মক ক্ষমতার দিক দিয়ে তুমিও লাখের মধ্যে এক। সুন্দর এই জাতের একটা কাজ পাওয়ার যোগাত্মক মধ্যে তুমি নিজস্বের হেঁকে। আর এ-কারণ গলে তোমার কী সুবিধা হত বলে দেখি। আর কিছু না হোক, দিনে একটা কাজ লিখতে তো পাতাতই। তার তা না লিখলে নতুন ছুঁই অর তাকে কবিতা নিয়ে পরিহাস-নির্দেশ তো করতে পারতে আশ-”

বাস, ওই পর্যন্ত লেখার পরেই কর্মশয্য ছাড়ে টেলিফোনে নেভে উঠল। যোগ্য কাজে তুলে আবার। আর কেউ নয়, সম্প পরাশর স্বাভাবিক স্থান করা।

কিছু এ কি যৌথের কথা করা।

তার গল্পটা বেলা সন্ধ্যার যৌথের বলতে ওত্তর করেছিলাম, ‘আশর্বান ব্যাপার! শোনো, এ নৌকা টেলিপায়ার বিমিতে।’

কড়া গলায় বাধা দিয়ে, ‘খাক, খাক! যে বলতে যাচ্ছিলাম, তাতে,’ ওদির থেকে পরাশর তার নিজের কথা কি করলে মতা করে লেগে গেল, ’মন দেখে কথা প্রকাণ্ড শোনো, তোমার কাছে একটা গোষালি পাঠিয়েছি। দেখে কান্তাপায় গ্রামের গোষালি সমান। তুমি তো আজ বিখ্যাত কুটির, তোমার কোন বিন্যাস না আছে করে বলা থাকবে। পরে তোমার লভ্যক্ষেত্রটা অর্ধ-একটা টুপি দেবে রাজা রাজাত্তন্ত্রিত্রল-মার্ক। তুমি নিজে মুখে গোষালি আনের পাঠিয়েছে।’

’কিছু,’ বলে একবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা কেনও লাভ হল না।

আমার বাধা আর-এক ধারকে বাতিল করে পরাশর বলে গেল, ’এখন সাহাবে করেছে। যাকে পাঠিয়েছি মিন্ট পরাশরের মধ্যে সে তোমার ওখানে পৌঁছে যান্ত্র। তুমি ইতীহাসে তৈরি হয়ে নাও। একটা সুক্কেস সুক্রবার, সুক্রবারের সঙ্গে নেকটা রেজেন্ট আর ক-টা নোটক দরকারি জামাকাপড়ের ব্যবহার নিয়ে তোমার কোনো কিছুতের কর্মের ভালোভাবে। তালাটুল দিয়ে নীচে এসে অনুসন্ধান করো। আমি যাচ্ছি পাঠিয়েছি একটি সাদা অ্যামবাসার্ডের মাঝে। পাড়ির নব্বই তোমাকে দিচ্ছি না। দেবার দরকার নেই। নব্বই হাই হোক, গোষালি তে যাচ্ছি তাকে দেখলেই তোমার চেয়ে কথাটা।

তবে, একটা বিশেষ কারণে যদি না চিনতে পারো, তাতেও জবাব দিনি নেই। গোষালির বোনেটের মাঝায় একটা লাল-সুন্দর ফ্লাগ দেখলেই মিশ্রিত হয়ে তুমি তাতে উত্তে পারে। তোমার সুক্কেসে নিয়ে পিছনের সিটে যার গাছে বসবে, তার সেদে কথা কলার চেলা করে বলবে নেই। কর্মের ক্ষমতা নেই তার কথা বলার।

গোষালি ওঠার পর চা নিয়ে দেওয়া কিছু বলতে হবে না। সেও কেনও কথা না বলে সোজা হাওড়া স্টেশনে তোমাদের পৌঁছে দেবে। স্টেশনের যার গোষালির না তুমি তোমার সঙ্গে আনা গোষালি কোন আর টুপি তোমার সঙ্গে পড়তে দিয়ে তোর ছাড়ার পাগলবিটা তোমার সুক্কেসের ভেতর নেবে।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিয়ে পর ননাবর প্ল্যাটফর্মের গেটে গেলেই আমার দেখা পাবে। তোমারা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলবে না। শুধু নীরবে আমার পিঁপুলে পিঁপুলে আমি তোমাদের ঢিক ট্রেনের ঢিক কামারায়, তোমাদের নাম-লেখানো বার্ষে পৌঁছে দেবে।
সেখানে তোমার ঠিক নামই থাকবে। তবে তোমার সঙ্গীর নাম থাকবে মোহনলাল বলে।
গাড়িটা হল দুর্গাপুর এক্সপ্রেস আর কামরাটা হল একটা ফ্রি-টিয়ার সেকেন্ড ক্লাস রিপার।
সেখানে তোমাদের সঙ্গে আমার নামটাও পাবে, তবে সেটা পরামর্শ না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে। নাম যাই হোক, আমি কোনো জন্য বেশ নিয়ে এই চেহারাতেই থাকব। সুতরাং সেদিকে দিয়ে ভাবার কিছু নেই।
এসব ব্যাপারের মূল রহস্য যে কি, এখন কিছু বলছি না। আশা করিহো হাওড়া স্টেশনে গাড়ি চালাতে আসেই তা তোমাকে জানাতে পারব।

ঠিকই তা পেলেছি পরামর্শ। হাওড়া স্টেশনে সাদা অ্যামবাসার্ড গাড়িতে যথাযথধারা পৌছানোর পর ন-সাদা প্ল্যাটফর্মের সেটেই পরামর্শের দেখা পেয়েছিলাম। কেন্দ্র আরও সম্প্রসার নাম বললেও তার চিহ্নিত জানাতে নির্দেশনা তো নিত্য আমার সঙ্গীর সঙ্গে তাকে প্ল্যাটফর্মের ভেতর তুলে প্রসারন করে দেখলাম।
আমার খেটাই কেট আর মাথার ঢুপি-পাড়া সাদা কিছুটা দূর থেকে আমাদেরের সঙ্গেই যাচ্ছিল। আমার বাঁধা তো সাদা অ্যামবাসার্ড গাড়িতে আসার পর, গাড়ির ভেতরের অন্তর্ভাবে তা নয়ই, তারপর স্টেশনে দেখে প্ল্যাটফর্মের আলোর এসে পড়বার পরেও তাকে বিন্দুমাত্র চেনা বলে আমার কিছু মন হয়নি।
না হওয়ার প্রধান কারণ দেখুন যাতে আমার মুখের দান ধারের গাল আর চিবুকের উপরকারের ফোলা সাদা ব্যাঙ্গুড়া। দান গালের উপরে বা চোখের নীচে কোনো দাতের গোড়ায় বেশ বোর্ড তা হবার সময় এ ব্যাঙ্গুড়া হোক, তবে নয়ই। কিন্তু তার চেহারার আলোকে গেছে তা পড়ুন।
স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তখন আমাদেরের এক্সপ্রেস গাড়ি থাকে বলে ইন করে দাঁড়িয়ে।
প্যাসেন্টেরের ভিতরের মধ্যে একজন সঙ্গী হলেও যখন আলাদা আলাদা তারে এগিয়ে আমাদের বরাদ করা ফ্রি-টিয়ার কামারা খুজে বার করছি। পরামর্শ আমাদের আঁধাই সেখানে গিয়ে আরও অনেক যাচ্ছে সঙ্গে দক্ষতায় তালাকা বিক্রিয়াকরণ করা বারের তালিকা দেখিয়ে। এই চারটি ভেতরের তাকে চারটির বার্ধ নম্বর জানার ব্যবস্থার হল কায়াদা করে আমার সঙ্গীর গোলা খোটাই জামার পকেটে একটা কাগজের মোড়ক মেলে দেখিয়ের নিশ্চিত প্ল্যাটফর্ম।
পরামর্শ চারটি দেখার পর কামারার ভেতরে থাকে নিজেদের বার্ধ ধুমুক্ত বার করার সময় বুকলাম সেক্টর পেছে বুকপদাসে নেওয়া হচ্ছে।
যখন বাংলাদেশ বাণিজ্য খেটাই কেট-পাড়া আমার সঙ্গীর বার্ধ যা-থাকের এককের উপর, তার এককের নীচের বার্ধটি আমার। অর্থাৎ আমি নীচে থেকে যতক্ষণ ইচ্ছে তার বার্ধের উপর নাম রাখতে পারব। ধূলু তাকেই নয়, আমার নীচের বার্ধ থেকে আমাদের বিপরীত দিকের থাকার সুবিধা উপরের বার্ধের দিকে আমি চোখ রেখে মুখে কিন্তু না বলেও ইশারা চলাচল করতে পারি। বিপরীত দিকের সুবিধা উপরের থাকার বার্ধটি পরামর্শের।
কামারা চুকে নিজেদের বার্ধ চিনে নেবার পর পরামর্শের ইন্দিতে তার পিচ-পিচু আমার স্টেকথেটি নিয়েই আমি প্ল্যাটফর্মে আসার নেমে পড়বাম। কর্ডমানে মোহনলাল নামের আমার সঙ্গীর গাড়িতে কামারাতেই, থেকে গেল। তার অভিভূত দেখে মন হল হল, নিজের বার্ধটি ধুমুক্ত পেয়ে নে হত তাড়াতাড়ি পারায় এখন হোক শোকার বসন্ত হচ্ছে।
স্টেশন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে কিছু দূরের একটা বুক স্টেলে পরামর্শকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই দিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে দূর থেকে ইশারা করার পূর্বে না গিয়ে সোজা প্ল্যাটফর্মে ছোকরার গোটের দিকেই এগিয়ে গেলাম।
পরামর্শের এই ইন্দিরের মাসী বানিক বাড়ির পেছন থেকে হনন করে এসে তার আমাকে পেরিয়ে তোলার জন্য যাওয়া বলে বলে গেল।

এ প্ল্যাটফর্মে কোনো নয়, তার বাহিরের স্টেশনের অন্য কোথাও নির্দিষ্ট পরামর্শ আমাকে যা বলার বলতে চায়।

প্ল্যাটফর্টের বাইরে নির্দেশ বলতে নির্দিষ্ট স্থানটি আলাদা মিলত। সেখানে তার নিয়মের আচার আছে। রেস্টরাঁর এক নির্দিষ্ট কাজে বাসে শুধুমাত্র চা-ট্যাবের অভাব দিয়ে পরামর্শ সম্পন্ন ব্যাপারটিই আমায় সবিস্তারে জানায়। বলতে আরও করার সময়েই সে প্রথম আমায় যোগ দিয়ে বলেছিল তাতে আমি সত্যি অবাক হয়েছি।

সমস্ত ব্যাপারটার মূল রহস্য কী নিয়ে, পরামর্শ জিজ্ঞেস করেছিল প্রথমেই। 'তা কি তুমি সত্যি কিছুই বুঝতে পারলি?'

অবাক ও একটু কুখ্যায় হয়ে জবাব দিয়েছিলাম, না, সত্যি কিনা পারিনি। পারিনি কি কেনও কী—

'আচ্ছা বলেনি তো মনে করি,' পরামর্শ একটু হেসে বলেছিল, 'গাড়িটা তোমায় ঘটে গেল, মোটার তো লাফ করতেই বুঝতে পারতে না কি?'

'সেটা—মানে গাড়িটা তাল বলে লাফ করে পড়লে?' একটি অবাক হয়ে করেজ সেকেন্ডে চুপ করে থাকার পর প্রায় নিজের গলা চাপা দেয় উঠেছি, 'গাড়িটা...মানে গাড়ির বাঁকের প্ল্যাটফর্ট কখা বন্ধ? আরে ছিলো, সত্যি ওটার মাত্রই যে সব মানে তোলাটা আছে এইটেই আমি খেয়েল করিনি। লাল-সবুজ! তা হলো লাল-সবুজ তামিকুনির মুলে?'

'হা, তা-ই,' বলে পরামর্শ এবার সমস্ত ব্যাপারটার যে বিবরণ শুনিয়েছে, সংক্ষেপে তাই জানাছি।

লাল-সবুজ বলতে গত পৌঁছে যে থাকে কীভাবে নিয়ে সমস্ত খেলে লোকের মশলায়, সেই খেলোড়ার ক্যারাকারের ইন্টারফেস বা জারির রঙ বদলায়, তা রেখায় তা পর লোকে হবে না।

এই লাল-সবুজ হোপ-মারা দলের কাজ নিয়ে মাতামাতির তাল দিক যমন অনুসারে, গতমাত্র খারাপও। এক খাবারের জুয়াড়ি-চক্র লাল-সবুজ দলের প্রতোকার্ন খেলা নিয়ে তো বলেই, সরা দেশের বড়-বড় সব ক-টি লিফট ও শিল্পের মতো প্রতিরোধিতার সত্ত্বেও সুযোগ বাজির ব্যবহার করে, আকাশ-ছোঁয়া লেনের লেনে দেখাতে পরুষর বোধ করে।

এ সব জয়ই অশ্চর্চা ঘোষণ, নেই বানিক। কিন্তু অসুর ধরনের হার হস্তের সাদৃশ্যের শয়তানি কোলের এ পায়ের ব্যবসা ভালেলায় মেলে ক্ষমা দেওয়েই হবে। এ জুয়ার কারবারের সবচেয়ে হলে নাম হয়েছে লাল-সবুজের খেলার ফলাফল নিয়ে। লাল-সবুজ দল এ-কর্মের তলা ক-টি প্রতিরোধিতা এ পরিস্থিতি হতে গেল করেছে তা আগের প্রেক্ষাপটের সমান। আর এই কর্মে প্রতোকারটি তার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। গৌর তার মাতা একটা দরকার, অথচ খেলা বাকি আছে এখনও দুটো। মুন্ন তাদের রেকর্ড-বাড়ি গেল বাহ সর্বকাল করারও কোথাও কোনও সম্ভব নেই। এ রেকর্ড ভাঙা সম্ভব নিশ্চিত হওয়ার প্রস্তাব করা হলে, লাল-সবুজ ক্রাক লাগানো। সাদা আশাবাদের চেয়েলে ব্যাডজেন বাইথ। মেহেনতলাল নামে যে ছোটকাটোকাটো আমরা খানিক আগে মেলের মৃত্যু কামালয় ওপরের বক্তা রেখে দেব এলেই, সেই।

মেহেনতলাল অবশ্য তার আসল নাম নয়। তার নাম আর কীভাবে খুঁশুরঘাতে খাইলের কোনো কোনো জিনিস৷

লাল-সবুজ, কাউকে বলার যা প্রকাশ করার ক্ষমতায় সেই দুর্ঘটনা বলে অসাধারণ করার কমতায় হুঁরে উঠেছে। তাকে ইতিমধ্যে দেখা-মারাদোনা’ অর্থাৎ ‘ভারতের মারাদোনা’ বলা হয়। এই মারাদোনা এ পর্যন্ত প্রতি
খোঁজ খোঁজ নিজেদের সর্বনাশ করে গোল দিয়ে এসেছেন। এক বছরের বাজি-ঝাড়া খেলায় লাল-সুজরের মোক্কা তাদের জন্যে একটি মাত্র গোল আর দরকার। অথচ খেলা বাঁকি এখনও দুটি। এই দুটি খেলায় ইন্দ-মারাডানে আর একটা গোলও দিতে পারে না?

জুয়া খেলার লাজের লেঠে। যারা নিজেদের সর্বনাশ করে দেয়াল সাধারণ জুয়াড়িরা মোটা লাভ করার দিকে আগ্রহ একদিকে মোটা না মাত্রা জগতের ক্ষুদ্র মালিকানা তুলনায় নিজেদের সর্বনাশ করে এক শেষ উপাইয়ের লেজ। লাল-সুজরের শেষ দুটি খেলায় ইন্দ-মারাডানে খেলায় নামার সুঁখো গোল, নেহাত তাকে খুন না করে খেলায়, একটা জাতে গোল চিকি দেওয়া। জুয়ার জগতের শাহনামায় তাতে হলে কাঁক্তি কালীচুড়া লোকসান নিতে হবে। খুন-জমার অনেক ক্ষণে, তা ছাড়া সে সর্বনাশ কাতাবাহ ইতিযুক্ত যা উপার্যয়, যাহো বাড়ি তাই করেছে জুয়া-জুয়ার শাহনামায়। ইন্দ-মারাডানে দুই সর্বনাশ বাবু কর।

পাশার যুদ্ধে, এইসব পাঁচ কয়েল লাল-সুজর দলের মাথায় মালিকানা চুরি করতে যে মতলব জুয়াড়ি চল দিয়ে আগে থাকতেই নিজেরা ইন্দ-মারাডানকে দেখে পালিয়ে গিয়ে আমারা তাকে ভেদ করছি। আমাদের সর্ব বাবু খুন হয়ে গেছে। সবাই রাখ ওপারের বায়ে ভালোর ওপার নেমে আসছে। রিজার্ফ করা কামারা ও কামারায় দুই রাত কাটিয়ে সেই ছুঁই হুই পার্শ্ব যাছে নামার পর এই কোনও ভাবনা নেই। এই রাখু সুখো সুখো আমাদের ইন্দ-মারা—পুত্তি অন্যদিকে মোহনলালের ওপর আগোড়ার মেশায়।

পাশাদের মিশে সম্পর্কে ভাবা করে ওপারের পাশে কোনশুদীদের কামারায় দেখি উঠেছি। আমাদের মোহনলাল তখন মাত্রা তুন সেটি গোলের কোট-টাই তুলে করে বালিশের মতো মাথায় দিয়ে তার বাক্সে মোটামুটি পালিয়ে গেছে। এই রিজার্ফ করা কামারায় গোলাহুলি যাত্রী যেমন গোল ওপারের নামার বাইতে সুন্ধরি এমন কিছু শুক হয়নি। শুধু যাওয়ার পক্ষে বিহারের ভেতর দিয়ে যাওয়ার যথাযথতা অস্থায়ী হয়ে উঠেছে প্রথম রাতে। ওপারের আইনকানুন, আমার যেখানে কাটিকি দিয়ে বিহারের খাটে না। একসব ট্রেন বড় বড় সেলায় ছাড়া খাটে না। কিছু যেখানে প্রথম প্রথম যেখানে পালিয়ে গিয়ে খুন সত্ত্বা অন্যদিকে পড়েছে। একাদশী ট্রেন বড় বড় সেলায় ছাড়া খাটে না। কিছু যেখানে তাকে সেলায় পালিয়ে মাত্র একটা অভিযোগ লাগনো যেয়। তবে অন্য দিকের ওপারের বাক্সে কোন বস্তু কাড়লে না এ দিকে চোখ খোঁজ দেখাতে দেখাতে সে অপরিশোধিত কাড়লে।

আমাদের মোহনলালের একটি কোন করেছি ওপারের বাক্সে তেমন কোনও কাজ করেছি এক প্রায় করে মেলাতে দিয়ে কোনও গোল করে এক গোলাদের বাক্সের সেটি দিয়ে খেলায়। দুটি দেখায় কোন সেলায় খুন পারিবেন, তবে দেখায় এক দিক দিয়ে পালিয়ে দিয়ে তেমন কোনও গোল করেন। আমাদের মোহনলালের সময় গাইয়ের খোঁপ কোটাটি খোঁপে নেমে ভালো করেছে বলবান মাত্রে।

কিষু বিহারের অন্য একটি করে বাক্সে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া ক্ষুদ্র খাটায় ফিরে আসে। নীচের বাক্সে পালিয়ে দিয়ে মাথা করেছি শুরু ঘুম ছিলাম। ওপারের বাক্সে যাওয়া বাক্সের স্টার্ট প্রথম বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বেশ কামারা বুক করে কামারি দিয়ে, কাতরভাবে দিনরাত থেকে তিনটি ভেতর
দীরে পথ করে আসতে আসতে মোহনলাল আমার দিকে চেয়ে হতশার ভঙ্গি করল, তাতে বুলাম তুকতে পেলে থাকুক বা না থাকুক, বাধ্যকরের অভিজ্ঞতাটা তার খুব প্রিয়কর হয়নি।

আমারের মোহনলাল এলে তার বার্ধ উঠে তোলার পর হতশার সবুজ সারামাত্র জেগেই ফটিয়েছে।

অতুল একটা ঝিপঝিপ মনুষ চুরির ঘটনা আমার অজন্তে ঘটে যেতে পারে, এমন বেছে কথনা হুইনি।

কিন্তু তার হওয়ার পর সেই ঘটনায় কথা জানতে পারলাম। মোগলসাই স্টেশনে তখন গাড়ি যেমনে ছিল। সিটি ছড়া উঠে জানলা দিয়ে চা-আলকে ডাকব কি না ভাবতি, এমন সময় ওপর থেকে দুটো বুলন্দ পা নামতে দেখে আমাদের মোহনলাল নামের বলে বুলন্দ থাকলাম।

কিন্তু সময় মুড়ুকের খুলতে পারে গোটা মনুষটা ওপর থেকে নীচে নামার পর একবারে তাজ্জ্বর হয়ে গেলাম।

মোহনলালের কথা সেই গেল মোহনলালের? একবার ওপর থেকে যে নামা, নে কে?

সেইহে বিমুখে কেমন বেন দিশেদারা হয়ে অন্য দিকের ওপরের বাক পরস্পরের দিকে চাইলাম। সেই তার নিজের বাকে উঠে কেমনে বেন শূন্য হয়ে লোকটির দিকে চেয়ে পড়েছেন।

কে এই লোকটি কেমন থেকে এনে আমাদের মোহনলাল তা হলে কেমন থাকলাম?

সেই ক্ষুদ্রত্ব জিজ্ঞাসা করে যাছিলাম, তবে তার আগেই আমার সামনের দুইটির একাধিক লক্ষ করে দেখা নিজেই একবার বললে, 'কাছ হয় কাছে বসুন।' কোথায় কোথায় গুলিবর হল কি?

'না, না,' আমি কী বলি বিচিত্র করতে না পেল একটি অপর্যাপ্তভাবে কলকাতা, 'যানি—মানে আপনি কথন এ কারমায় এলেন, আর, মানে তুমি সামনীতে জয়গা গেলেন কী করে?'

অন্যান্য আমার কথা করে একটি বোধ হয়ে বললেন, 'কেমন করলে আবার, যেমন করে খালি বার্ধ লিখে হয়, করেনি করেনি।' শিশুর স্টেশনে গাড়িতে উঠলাম, এ-কারণ দিয়ে যেতে এ-বারে সেখানে, আমার বুলন্দের গলায়।

'মানে—মানে' একটি উত্তরদাতি ভাবেই এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও বার্ধ অপনি খালি দেখলেন? ওখানে কেউ ছিল না?'

'বুলন্দের গাড়ি হচ্ছে পেন বার্ধে' লোকটি এবার একটি অপসার সুরে বলল, 'বার্ধে না হলে আমি উঝানে উঠি কেরা করে। আমার উঝানে আর কার থাকার কথা অপনি বললেন? কে ছিল উঝানে?'

বেশ গাড়ি গলাতেই হয়েছে এ-কারণের উত্তর দিয়া, কিন্তু গর্জন রেখে বার্ধ থেকে নীচে নেমেছে। তার অতুল গলীর মুখে কেমন বেন একটি বোধ মেরে যাওয়া তার। সেই কে ভাবার হয়ের মূর্খ-চোখের সামনে একটি ইংরেজী অশাসন কথা জানিয়ে তারপর উন্ন থেকে নামারের ব্যাপার অথবা আমি বাধ্য হয়ে চুপ করে গেলাম।

মোহলমালের মোগলসাই স্টেশনে। স্টেশনে নেমে এক ফিরিয়ে গাড়িতে কলকাতা হয়ে আমার গলাধার লাগানোর রূপে অফিশ একটি দুই কথায় টেলিফোন করে দিল, 'টিপ-কার্ড স্টেশনে।' অর্থাৎ দুলন্দের স্টেশন চুরি গেলাম।

এরপর কথার কাগজ ইন্দিরাদেবীর হাতে নিরুদ্ধ হওয়া দিয়ে রেখে দিয়েছিল হইচই অশ্বায় হয়েছিল। কিন্তু হারামের কেনেত হুসাইন কোথায় মেলনি।

লাল-বকেজের দৌড়ের দিক থেকে দেখার কোনও ব্যাপার ছিল না। আমারের বার্ধ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দৃশ্য থেকে দেখার দু-দিন পরে পরশুরার দৃশ্য গিয়ে জেনেছিলাম, যে যে কোনো বিশেষ দৃশ্য তালিকাটা আসের দিনই কলকাতা ছেড়ে গেছে।

কলকাতাতে চেয়ে গেছে কোথায়, জিজ্ঞাসা করে যা শুনলাম তাতে একবারে অবালে। সে গেছে নাকি বিদায়!
গেছে ছিরুবাটো। আমাদের মোহর হারাল পশ্চিমের উত্থানে, আর আমারা তা খুঁজে যাচ্ছি উতারের চিঠেকোপুর ছাড়ে।

যেখানে নয়, হয়তো নিজের কাজে হার মানবর দুঃখ ভুলবার জন্য। এ একরকম আত্ম-নির্বাচন বলাই মাত্র হয়েছিল আমার।

এর পর পরাশরের আর কেনও খর পাইনি। চেষ্টা করিনি সেবার।

তারপর সেই ঐতিহাসিক দিন এল।

লাল-সরুজ প্রথম বড় প্রতিবেদনার খেলা চেপে রাখার চেষ্টা সহজেই ইন্দ-মারাদোনার নিয়োজন হওয়ার খোঁজতা তখন খেলার দিনে কে লাগাতে করার জন্যে বাকি নেই।

সম্ভাবনার সেতুগ্রাম ধ্বনি খালেই থাকে মনে হচ্ছে।

লাল-সরুজ গোলের রেকর্ড ভেঙে দেবে বলে অনেক আশায় অনেকে নিজেদের সাধারণের অতিরিক্ত বাণি ধরেছিলো। কোন আশায় আর নেই তেন আর কেলকেই মাঠের ধাঁকে খেলা শেষোনি। যাতে হয়েছে, তাদের একদল সোক্কায় ইন্দ তাদের মুখের চেহারা।

নির্দিষ্ট খেলা তুর মধ্যমতে আরও হবার সম্ভাবনা হল। বড় খেলার গোল যা হয়, সবই হল ঠিকই। রেলপথ-রাইফাইল মাঝে। নামাই বিকল্প দল। এবার লাল-সরুজের পাল্টা।

তারা একে একে নামছে। যেন মাঠের মাঝখানে পর্যন্ত গুরুদেশ তপনে না, ইন্দুর তাদের ভেঙে পাড়া অবস্থা আর চেহারা। এক, দুই, তিন করে নয়—ধর—

তারপর ও কী—আকাশ ফাটা উলাসের ধনি সমস্ত মাটিয়ে।

কেন এই উলাসধনি। কেন আর? সবশেষে যে নামছে সে আর কেউ নয়, যেযায় এক ও অবিস্তারে সেই ইন্দ-মারাদোনা। তাকে মাঠ পর্যন্ত দিয়ে দিয়ে গোল, আর কেউ নয়, পরাশর।

হ্যা, পরাশর সেবার তার সত্যিকারের হাঁদুরি দেখিয়েছিল ইন্দ-মারাদোনাকে চোরেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে।

কেমন করে বাঁচিয়েছিল। বাঁচিয়েছিল নিজেই তাকে চুরি করার ব্যবস্থা করে।

বড় বাঁচার হারাবার জন্যই তাকে নিজের জিনিস চুরি করে রাখতে হয়েছে আগে থেকে।

চুরি করল কখন? কী করে?

চুরি করছে বিহারের বড় স্টেশনে গাড়ি থামার পরে মোহনলাল-সাজা আসাল ইন্দ-মারাদোনার বাধুরুম ধাবার ছলে খালি চোরের আঘাত হলো। ত্রেন থেকে নেমে যাবার কৌশলে। সে নেমে হারার ব্যবস্থাতে কলকাতায় ফিরে গেছে। আর তার জাগায় বোতারি কোমা, তুপি আর মুখের ব্যাঙ্কের সময়ে ইন্দ-মারাদোনার মামলায় আগে থাকতে তৈরি করা আর-একজন ভেঙে দুকে খালি বাঁধাটায় যখন উঠে গুলেছে তখন কেউ কিছু সন্ধেই করতে পারেনি।

এরপর ত্রেন চলার মাসেরই জাল মোহনলাল তার মুখের ব্যাঙ্কের আর মাথায় তুপি ইত্যাদি খুলে অন্য মনুষ্য হতে গেছে। আর মোগলসরাইতে স্টেশনে তাকে দেখে যেন দুর্ঘট লজ্জায় স্টেশনে নেমে কার অফিসে মিঠ্যা টেলিগ্রাম পাঠায়ে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে।

তার নির্দেশনামূল এর আগেই মোগলসরাইতে স্টেশনে থেকে আসল ইন্দ-মারাদোনার কলকাতার আর তারপর ছিরুবাটো আবার গোপন করে থেকে পরাশর নিজের তারপরে যেন হার মানব দুঃখে সেখানে গিয়ে ওকে পালিয়ে দিয়ে ঠিক দিনে ঠিক সময়ে খেলার মাঠে এনে হাঁটি করেছে।

হ্যা, তারপর খেলার কী হয়েছে?

হয়েছে যা, তা সোনার হরফে লিখে রাখার মতো।
পরাশরের শর

গাড়িটা একটু লেট যাচ্ছে।
বেশি নয়, সমান্য গাঁথ-ঝর্নি মিনিট। লাসাকালে ছেড়েছে রাত দুটো বাঁধে।
আরও মিনিট দুটায় আগে হাড়বাড়ি করার কথা থাকলে।
তবে এটিকে দেরি ধর্তব্যই নয়! কিছু গুরুত্ব মধ্যেই এটিকে অন্যায়ে সেক-গুলি করে দেবে।
স্পিড ফাতদুর দোলবার ইতিমধ্যে গ্যাসের তুলে কিছু এলে।
অন্যকারে একটা চিমন্টি মিটের ছট্টি স্টেশনের মতো গাড়ি হয়ে গেল।
স্টেশনটা উপাদান নিষ্ঠাবই।
সমস্ত শরীরের তেতর দিয়ে একটা যেন বিত্তের ব্রেত বয়ে গেল চেহারার। এ রকম একটা বাপ্পারের মেহকবিলা জীবনে এই প্রথম নয়। অনেকবারই এ ধরনের পরিস্থিতি দিতে হয়েছে।
তবু এরপর যে ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আগেরকার সব কিছু থেকে তা যে হলো: নির্দেশের সে বিষয়ে শনে নেই।
চাকার আওয়াজের ক্ষুদ্র পরিবর্তনের সঙ্গে একটা স্টেশনটা একটা চর্ম দিয়ে দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরই মাঝারি প্রতিক আলাদার ঘড়িটা যেন তিনে উঠে সজ্জাগ করে ছিল।
একবার তৈরি হয়। এরপর চারটে স্টেশনে গাড়ি আর ধরবে না। অন্তত গড়-ছাস মিনিটের একটিতে চৌক।
সে দৌড়ে নিয়ম আর অন্তর্গত নামের কাজে সুন্দরে স্টেশন দুটো পার হবার পরই—
চেড়ির কামাচীর ৩ পরা একবার চেপে বুলিয়ে ছিল।
মুক্তবাদ নীল আলোকে বালকন্তা ছাড়া আর সবই নেভানো।
তার নিজের বার্তার রিংক লাইটও সে খানিক আগে নিভিয়ে দিয়েছে।
তা দিক। চোখের আকাশ হয়ে যাওয়ার দরকার এই নীল আলোতেই বেশ দেখতে পাচ্ছে।
চার বার্তার কামার। ইজিন-মোড়া নীচের বার্তা তার। নীচের অন্য বার্তার একজন ইউরোপিয়ান মহিলা নীলের মধ্যে গাড়ির কর্মলা ফেলে বেশ আবৃত্ত তারে শুধু আছে।
মহিলার ঠিক ওপরের বার্তা তার সাকিত গাঁথির নীলে অচেতন। তিনি উঠতে হয়ে গেলে আছেন। ওপরের বাট্টা থেকে তার বা হাটতা নীচে বুলে পড়েছে।
ঘরের সুন্দর নীল আলোকের সে লোমশ হাতিটা বেশ দেখা যাচ্ছে। লোমশ বেশ সবার সুপ্তাজ হতে। তাতে সে কেজিওচারটি বীর্য তার অস্তি চাপটা গড়ে থাকে সেটা দেহাত সস্তা জিনিস নয় বলেই মনে হয়।

হাতিটির মধ্যে সব চেয়ে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সে তার রঙ।

রঙটি রীতিমতো কালো। কেজিওচারের চামড়ার ব্যাসটা তাতে সে কেহ হিসেবে বেশানান। কীভাবে সাদা মহিলা সঠিক লাগাতে মহিলার না চেষ্টার চিত্ত জানে না। কামান্তায় গায়ে সাদালো রিজার্গেশন কামারার লোতিস্টা থেকে দমপ্তার নাম মিস্টার এবং মিসেস হটন বলে জেনেছিলেন।

হাটন নাম হলোই অবশ্য উইলোগীর হয় না। তা হন বা না হত তদ্ভিন্ন রীতিমতো সোনার চুল, নীল চোখ, ফিকে গোলাপি রঙের ব্রোয়। স্টিলেটা আকারকালকার কায়দায় যদিকে ধোপেরাহ হয়, থেকে তারা আর গায়ের রঙ প্রকাশ তার নয়।

তদ্ভিন্ন মেমান একবারে বিশ্বাস রঙ, তিউলাপেচ চেহারায় তেমনই তার বিপরীত।

চেহারায় গড়ে অনেক সুপরিসূত্ত না হলে তাকে কাফিং ঠিক যেত। কিন্তু ন্যাক চেহার মূল সত্ত্বাই যেন কৃতি পাখার বোধ মূর্তি। তাই তাকে ভারতীয় প্রত্যয় নয়, দক্ষিণ ভারতীয় বলেই চোষরী ধরে নিয়েছিল।

চোষরী নিজে পালিয়ে উঠেছিল সিনাগুরুর। রিজার্গেশন লিপ্রে তখনই সব-কটা নাম পড়ে নিয়েছিল। নিজের নামটা ভুল লেখা দেখে মানো পেয়েছিল একটু। মি. ও মিসেস হটন আর তার নিজের নাম বাদে আর কেনাও নাম তখন অবশ্য সে লিপ্রে ছিল না। তার হিসেব ওষুধের চতুর্থ বাধাটি তখনও বাধাছিল।

সে বাবুর বাবুর এসেছিল পাচরা-তে রাত্রি দশটার পর। আধ্যাত্মিক পাচরা-কাটাটির একটি চোখ নেভিল রংটা কাজেই তাতে হুরটাকে দিকে অক্ষুন্ন প্রথম ধোপের কামারায় গুলার উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। একমাত্র একোনো রুক্ক চুল আর রোগাটে মুখে অস্ত দুদিনের না-কামারায় গুলার দেখে না হারানো আরও মূর্ত হয়েছিল।

লোকটা বোধ হয় আর কোথাও কোনো না পেয়ে রাত্রি একটু শুয়ে কাঠার প্রয়াস নিকাশ হয় হারা ক্লাসের ট্রিকারোতা। চোখ কাছে বিদ্যমান কালো ফাল আর কিছু কিছু ফেলেছে।

টিনের প্লাস্টা ঠেলে ঠেলে সিটের তালা তুকিয়ে দিয়েই শুধুমাত্রে ফাল ব্যাদায় মাধ্যম ছিড়ি যে রকম তাজাতাড়ি সে ওষুধের বাইরে উঠে চালি গলার ওপরেই শুয়ে পড়েছিল তাতে সেই অনুমানের উপর জমা পাওয়া গিয়েছিল।

বাধ্যরূপে যাবার জন্য করিতে বেরিয়ে চোষরী এক সময়ে রিজার্গেশন লিপ্রের নতুন নামটা দেখে আসতে ভুল করেছিল।

লোকটার মালপত্র আর চেহারা পোশাকের মতো নামটাও যেন হারায় মার্ক। দরজার হাটলে কোলানা রিজার্গেশন কাউন্টারে লেখা মিস্টার এস. পেরিস। পেরিস আবার কী পদবি? কাঠার কোনো মুখোপাধ্যায় আরে বলে মনে হয় না।

পেরিস যখন এসে কামারায় চোখে তখন হাতনার সম্মেলনেই যে যার বার্থ শুয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। চোষরী নিজেও তুলা বাঁটা টুলনে চেলে করে তার ওপর হেলুক্ত-লালটা কুলে ইতিয়মান পেতে কমলা গায়ে টেনে শায়তানের কথা হয়েছে। বড়টা পড়ার ছলেই সামনে রেখে তার আড়াল দিয়ে পেরিসকে যতটা সম্ভব লক্ষ করবার চেষ্টা করেছিল চোষরী।

সময় অবশ্য বেশি পায়নি। পেরিস যেন তাজাতাড়ি সকল নিজের বাক্যে উঠে শেখার জন্য ব্যাকুল। কামারায় আর কে আছে না মনে লক্ষই করেনি। আর আলাপের চেটা দুরে থাক, একবার কারও দিকে চেয়েও থেকেন।
উৎসাহভাবে আলাপ করেছিল হাটনা। চৌধুরি কুলিকের মাথায় স্টুক্সেস আর হোল্ড-অল নিয়ে যখন কামরায় দুর্বল তখন তাদের বোডার আনোয়াজন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। দুই বাক্সের অ্যাটন্য এবং পারের দিকে কঙ্কাল টাটো করে ঘেঁষে পরিমাপ করে বিছানা গলত। এতব্যাপি কামরা খালি পাওয়া গিয়েছিল বলে দুজনের রাত্রিজ্ঞান ও বেষ্ট্য হিসাবেই পরা হয়ে গেছে। মিসার হাটনের গায়ে মিছি পিন্টস্টাইপ পাওয়া মিসার হাটনের নাইট গাউন। মিসার হাটন সুদরী গল্লোয়, শৌচনিয়াত যে তীর্থমণ্ডলী আধিক্যাক তা তার রাজ্যের মহারাজা বা তার মহারাজায় বাটি যান।

চৌধুরি চেকার সঙ্গে সঙ্গে মিসার হাটনের সাহায্যে চমকে উঠেছিল।

‘নমস্তে, মিসার চৌধুরী! দশটা এখনও হয়নি। সুতরাং গুড ইভনিং বেষ্টন বলা যায়।’
চৌধুরি একটি দৃষ্টান্ত থেকে গুড ইভনিং বলেই প্রতিসাধারণ করেছিলেন।

মিসার হাটনের একটি অল্পক্ষণ গায়ের হাসি ঘোন। ‘রে ছিল শিনি বলেছিল, যদি ওর নামটা তোমার মুখে শুনে হয়তো একটু ভালবে দেখিয়ে দাও জোকেফ।’

জোকেফ তা-ই বুঝিয়ে দিয়েছিল—‘ট্রেন বেতে হলে কামরায় রিসার্চ দিয়ে নামগুলো আমরা আগেই পড়ে নিয়ে আর চোখ কি সেই নাম থেকে সহজই বা যাত্রীদের
চেরা চরিত্র আনাজ করতে। আমরা ছাড় কামরায় আর একজন মাত্র যাবেন তোমার সত্ত্বায় একটু বুঝি হয়েছিলাম, কিন্তু নামটা আমাদের বেশ একটু অবস্থায় অগ্রনী হয়েছিল কীকার করতেছি—’

চৌধুরি হঠাৎ দাঁড়ালে থেকে জোকেফ চুক্তি সহায়ের ভাষণ অর্থাৎ শোনেন। কুলিকে
দিয়ে স্টুক্সেস বাক্সের নীচে রাখায় মিসার হাটন তার ওপর বোলার পর ভাড়া দিলে তাকে
বিদায় দিতে করতেই একটি সঙ্গে কোচংয়ের সঙ্গেই বাঁধ সীমায় করাবার প্রস্তুতি গৃহীত হয়েছিল।
ট্রেনে এ ধরনের সহায়তার বদ্ধার অর্থাৎ তার সত্ত্বায় গয়নী

বামী-তার দুজনই তখন উৎসাহভাবে চাপানুনী গায়র ধরে তাদের কথা বলতে যারো।

‘লারা, মনে আমার সীমাতে রীতিমতো তাহ হয়েছিল,’ জোকেফ হাটন তার ওপরের বাক্সে
গায়ে দেবর কঙ্কাল টাটো করে রাখতে রাখতে বললে গিয়েছিল। ‘ও একজনের ধরেই নিয়েছিল
চৌধুরি মানুষই মিশ্রিত বদমেরেকের বুড়ো মিলিটারিয়াম। এক মুখ গোফফ দাঁড়ি—’

‘না, না আমি দাঁড় বললি,’ লারা হেসে প্রতিবাদ করেছিল, ‘আমি বলছিলাম একবারে দু
কান পরিশ্রম হোয়া মাত্র ফেটে যাওলে হাটনের ঘোন।’

‘গোফফ জোড়া হলেও আমার আপত্তি ছিল না,’ বামীতে ঘোষ্ণিয়ে বলেছিল জোকেফ, ‘আমার
ভয় হয়েছিল, চৌধুরি মানুষই এমন জিনিসের জিন্দি কেত হবে যার কাছে আমাদের সিভিল
আর্মি নিয়ন্ত্রণের অপরূপতার ফিরতি আমার নিশ্চিন্ত শুনতে শুনতে আমার। তার যুদ্ধবাদ
অবকাশগুলো হবে না।’

‘তা ছাড়া,’ লারা নিজের বাক্সে উঠে বসার সময় সৃষ্টিত নবনী ধরেন পা-দুটির অনেককমানি
আচকাক দেখিয়ে যেতে হয়ে যেন সে নির্দেশনায় হেলেসেই না। করে বামীর কথায় বাণ্ড দিয়ে
বলেছিল, ‘একেবারের মন ভাল গোড়া আর সংগীত হয়। মেয়েদের গোপাল-দাসকে
সময়ে এদের মজামত যা সেকলে, মুখে কিছু না বললে এমন কার না দেখায় ভুল কোচংয়ের
সথতে হবে এই ছিল আমার ভয়।’

‘তুমি ভুল কোচংয়ের বলল কেন?’ জোকেফ হাটন নিজের ওপরের বাক্সে উঠে পা গোলিয়ে
লেলান, ‘তুমি ভুল কোচংয়ের গেলে দেখো চুক্তি চাউনিও থাকতে।’

‘আম। তুমি বন্ধ অস্বাভাবিক, জোকেফ,’ চৌধুরির দিকে একটি বেশ লামায় কটাক্ষপাত করে
বাক্সের বিষয়াদ্যুত শুরু পড়তে পড়তে বললাহঁল লারা, ‘যাক ভাগ্য ভাল। আমাদের দণ্ডায় ভুলই
হয়েছে। আমরা এমন চমৎকার সহযোগী পেয়েছি। আপনি গোড নাইট, মি. চৌধুরী। আপনি আমার বড় যুম কাফুরে। এখুনি পরে পড়িছ বলে কিছু মনে করবেন না। হ্যা, অনেকই করে কামরান আলোটা নিশ্চিতে নাইট লাইটটা যুম জানিয়ে দেন। জোসেফের আবার এটা মনে থাকে না।

চৌধুরী অনুরোধটা রাখতে দেরি করেনি। জোসেফের আলোটা নিশ্চিতে মুখী নীল আলোর সুইচটা টিপে দিয়ে নিজের বাক্সে এসে সেটা টানবার ব্যবস্থা করেছে।

ওপর থেকে জোসেফও তখন 'গোড নাইট' জানিয়ে দিল। খাদ্য-স্ত্রীর কাছ থেকে সেই তার মেয়ের সমালোচনা। দুজনে দেখ স্থির খাদ্য বাতির মতোই এক মুহূর্তে একেবারে খুচের রাজ্যের অস্পষ্টকারে দুরে গেছে।

তাদের দুজনের এই নিশ্চিত যুমই আরও অহিংস করে তুলেছে চৌধুরিকে।

টেনের চাকরির কর্মচারীর সঙ্গে যখন তার হাতের উত্তরীজনা উদেরগের পালা চলেছে তখন এদের এই নিশ্চিত যুম দেন সহিত করতে পারবে না। চৌধুরি। কিছু এদের আর অপরাধ কী। চৌধুরির যার জন্য সমালোচনা মনে বাতান হয়ে আছে এরা বাদামি-স্ত্রী তো তার কিছুই জানে না। জানার তাদের কোনও উপায়ই নেই।

এ কারণে আর কেউ না উপলব্ধ চৌধুরি হ্রদ হতে, কিন্তু কেমন দেন প্রথম থেকেই, সে ব্যাপারে বেরিয়েছি এ কারণে কেনও খাদ্য শেষ পর্যন্ত খালি থাকবে না। খালি থাকলে যে ব্যাপারের জন্য এমন ভাবে নিজেকে সে তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে হাতে যুম অস্ত্র।

গাড়ির চাকরির আওয়াজের একটা দ্রুত পরিবর্তন। এ দুল খানিকক্ষণ ধরে শব্দটা ভিন্ন পদার্থ বাঁধা রইল। নিজের পার হয়ে যাচাই নিশ্চিত। এ গাড়িতে আর মিনিট গনেরা বাদেই কাজের সমাপ্ত। তারপরেই যা ঘটে যা ঘটে।

অন্য তিন বারে তিনজনেও যুমে এর পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। ওপরের বারে মি. পেরিস যুমের বাড়িতে মাত্রা সেরে পড়ে হাস্যেও পড়ে। চৌদিতে তো কিছু দেখতে পাওয়া না। অন্যজ্ঞান ধরে নড়া-চড়ার শব্দ কিছু পাওয়া এই যা।

হোস্ট অনন্তর ওপরের দিকে ফ্ল্যাশের বলা একবার হাতে দেখে নিন চৌধুরি। হয়, জিনিসগুলো ঠিক যথাযথেই আছে।

ঠাকুর একটা কথা মনে হওয়ায় একটা ব্যাপার হয়েই উঠে বসতে হল চৌধুরিকে। হাত ঘড়িটা দেখল পরের স্টেশনটা আসতে আর বড় জের ন দেয় মিনিট।

এখন, এখন যদি হাটনার জাগিয়ে দেয়, কি হবে তা হলে?

আরম্ভের পারে না। এমন কোনও স্পষ্ট নিষেধ তো তার ওপর নেই। জাগিয়ে অবশ্য কী বলে সেটা হল মন্ত সমস্যা।

ঠাকুর নিশ্চিত রাতে টেনের কামায় যুম মাত্রা দু-পাঁচ মিনিটের পরিচয় হওয়ায় অজানা যুম সহযোগী দুজনের কী বলে তড়কে তুলব? ।

'উঠন। শীতলগুলো উঠন। ভার্নেকি বিপদ।' বললে চৌদিতে কি?

তাদের তো অমন করে যুম ভাবায় এখেন ওঠবার কথা। যেখে যদি বা না যায়, বিপদটা কী তা জানতে চাইবে?

কী বলবে তখন?

সফ্ট কথাটা বলতে পারবে কি? বললেও তারা কি বিশ্বাস করবে?

ামন্ত্র তার নজরের পরিচয়। তখন জানতে চাইবে নিশ্চয়। এ রকম একটা আজগুরী ভয় দেখাবার কী অধিকার তার আছে সেটা জানতে চাওয়া তাদের পকে এ অবস্থায় একাতিন হতে না।

নজরের সত্যিকার পরিচয় নে তো কোনও মতেই দিতে পারবে না। বিপদটা যথার্থ কী তাও বলা যে তার পকে সম্ভব নয়।
ভাসাভাসা ভাবে একটি আত্মস দিতে গেলেও সে মুশকিলে পড়বে।
মানে মনে বলার কথাগুলো কোনওমতে সাজাবার চোখ সে করেও দেখেছে একবার।
চোখের ধলে হটান দম্পতিতে জনাতে গেলে হয়তো আরামের বাড়িতে পেরিসও জেগে উঠবে।
হয়তো কেন, নিশ্চয়। সে যে মুখিয়েছে তাই তাই বিশাল হয় না। মটকে মেরে পড়ে আছে নক্ষত্র।
তার চোখানিরের জেগে গ্রাম জন করবে।
তা যদি সে করবক, চৌদ্দিরিকে তখন পরিসকে অনাহার করেই যা বলবার সে পেরিয়েরা হয়ে বলতে হবে।
তা যদি তার কথা কথিয়ে সে তখন বলতে পারে—’স্তন্য রাগ করছেন না। আপনাদের না আগে আগুনে উপায় ছিল না। আর কয়েক মুহুর্তেই মধ্যেই এক ভয়াবহ ব্যাপার ঘটতে বাঘে। অন্যতম যতটা পৃথিবী সংক্রান্ত আছে তার ভয়। আর সবার মিঠারের মধ্যেই একটি স্টেশন আমারা পার হয়ে যাব। তারপরেই আসে একটা টাইনেল। খুব লম্বা দীর্ঘ টাইনেল!’
না, তার বলল তাঁহাতে দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কাজের অচিন্তিত দীর্ঘতম করে মেরিয়ে এমন গদাই লেখার কাজটি করিয়ে দেওয়া যায় না।
ারও সহকারে বলতে হবে—’শুনুন, এখন একটা টাইনেল আসছে। সে টাইনেলে গাড়ি ঢোকার পর ভয়াবহ একটি ব্যাপার হতে পারে। এল আর করো হয়েচে। অপরাধ ভুগে তোর থাকুন। আমিও তোর আছি।’
না, এ দীর্ঘতম দিকে হয়নি। ভয়াবহ বিপাকটি কী ধরনের, টাইনেলে গাড়ি ঢোকার পর কী বিভীষিকা সন্ধানে অপরাধের করা থাকতে পারে কী একটুটি বুঝতে না লিখে না।
কিন্তু বোঝার কী, সে নিজেই দিক মতে গরিবার বাঘে কি?
সে যা বুঝতে তাতে প্রায় অলুক্তিক মাত্রার আকাশে ব্যাপার। তার প্রতিবাদের জন্য তৈরি থাকা যায়, তার কাজকে বলা যায় না।
এই টাইনেল সময়ে একটা জরুরি অগ্রে রিপোর্ট তাদের দুহরে গিয়ে পোছে।
রিপোর্টের মতে ব্যাপারটা অজাত বিভিন্ন ও অত্যন্ত জরুরি। অবিলম্বে কেনও বোঝা লেখেকে অনেক মন পালান হয়।
তাকে যা নিয়ে হবে তা একদম ধ্বংসের ব্যাপার। তার সঙ্কায়মন্ত্র নেই বললেই হয়, যা আছে তাও নির্বর্ধনযোগ্য নয়।
একের শীতলাঙ্গ অঙ্গ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনবার এই লাইনে এই টাইনেলের মধ্যে অজাত ক-টা দুর্যোগ ঘটে গেছে। ঘটে গেছে প্রথম শীর্ষের যাত্রীদের মধ্যেই।
টাইনেলটা বেশ লম্বা। প্রথম মিনিট পানেরো লাগে সেটা পার হবে।
এই টাইনেল পার হবার সময় গত নাবিকের থেকে বর্তমান জানুয়ারির মধ্যে তিন-তিনবার তিনটি মৃতদেহ টাইনেলের মধ্যে রেল লাইনের ধারে কৃত্রিম ভিক্ষক রজত্র অবশয় পাওয়া গেছে।
মৃতদেহে তিনটি পরিক্ষা করে দেখা গেছে যে গালার ফোস্ফ দিয়ে খাস রোথ করে হত্যা করে দেহটাকে কেউ টেরে রাইরে ছুড়ে দিয়েছে। টাইনেলের দেয়ালের লেগে সেটা লাইনের ধারেই কোথাও পড়েছে তার পক্ষ।
এই অসংখ্য হত্যার ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্য কথা হল এই যে খুন যারা হচ্ছেন তাদের মধ্যে তিনজনের মহিলা এবং তিনজনই প্রথম শীর্ষের মাত্রিণী।
খাবারের কাগজের নোন্দ দুর্যোগ থেকে কোনও মতে ব্যাপারটা একবার আঁধার করে রাখা হয়েছে। কিছু তাকে বলা যায় কিনা সনাহে। সেই বিশ্ব হইচই চুরি হওয়ার আগে রেল থেকে আরও করে পুলিশের সময় বিভাগ কিছু উঠে পড়ে দেখেছে এখনের রহস্যের সমাধান করতে। যতনা দুটো যাদের অজানা নয় তাদের কারও কারও মধ্যেও ব্যাপারটা ভৌতিক বলে কেমন একটা সনদেহ মন দেখা দিচ্ছে।
রেল ও গোয়েন্দা পুলিশ চেষ্টার কিছু কৃতি রাখছে না। প্রতিদিন এই লাইনের সব ক-টি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সাদা পোশাকের পাহারা তা যাচ্ছেই, সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টগুলির যাত্রীর তালিকাও সমস্তে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

এসব সাধারণতা ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের যোগ্য একজনকে প্রত্যেকটি রাত্রির ট্রেন পাঠানোর ব্যবস্থা সম্প্রতি ঘটেছে।

চৌধুরির অন্য এক সহকর্মী এই অপরনিয়ে পাথরদারি করেছে। সেদিন অল্প কিছু ধোঁট।

চৌধুরির বললে কিছু যে ঘটেই এমন ভাব করে বলা যায় না। তবে কিছু ধুঁতুক-না-ধুঁতুক তত্ত্ব থাকতে হবে সমানেই।

আর যাদের অনে এই উৎপতিত অস্থিরতা আদের আসে থাকতে কিছু জানানো যায় না।

তার বললে চৌধুরির প্রায় তখন তাকে মাথার চুল পর্যন্ত সজ্জা হয়ে থাকতে হবে। কিছু ঘটনাটি বিদ্যুতের বেলে গোল সাদা দিতে পারে।

ও কি! ও মা চাচার শব্দ বললে গেল। তার মানে কাশর মুকেন্দ্র পার হয়ে যাচ্ছে। আর ব-টা সেনেটো মাত্র।

আবার উদায় অবার শব্দলাব। তার মানে টানলে টুকে টেন।

কিছু হয়নি হলে এইদিনই, হয়ে এইদিনই!

বুকটা কোণে ওঠে চৌধুরির। শীত আলোটাও নিচে গেল। একবারে কালি মাড়া অদ্ব্যাকার।

তা হলে অদ্ব্যাকার। একবারে বাঁকটার দিকে কানাটা যায় বাছার সবে সমস্ত মনটা নিমিত্ত করে বেড়ালে হেন হান-আনের মাথার দিকের অম্বলের অভিনব থেকে টঁটা বাহ করবার জন্য হতে বাড়া।

মনটার সঙ্গে সমস্ত শরীরটা সে কিন্তু মনে মনের শেষ গুটিয়ে টেনে রেখেছে। ওপর থেকে একটুকু বেয়াড়া নড়েচারা টেনে পেছনে লাফ দিয়ে উঠে।

টঁটা না হতে পারে, কিন্তু মনে আর তার হয় না। এতের অভ্যন্ত কোনাহ, সুড়কার একটা দেহকের তার সমস্ত শরীরের ওপর প্রস্তারিত হচ্ছে সে টেনে পায়, সেই সঙ্গে একটা দ্রুত অন্য মধুর পাক যা জীবে হীরে তার চেতনাই ফেলে মুছে দেয়।

আমি যখন ফেরে হেম টানলে পার হয়ে টেনটা হেট একাটা টেন থেকেছে। হেট টেন, কিছু দারুণ হইট।

হইটগেই তাদের কামরায় মজুরেকে হয়ে ছাড়া করে একজন কী লুক করেছিল।

দুটিটা চাল বলে কিঘর পায় পারে লোকটা বে পেরিস তা বুঝতে পায় চৌধুরি।

'না, না—উনি ঠিক আছেন। তবে আর কিছু করতে হবে না,' বলছে পেরিস।

কিছুই এই হাতের চেষ্টার উদ্দেশ্য এর খাদ্য কীর্তীর কীর্তী। রেল পুলিশের একজন অফিসার কামরায় আছেন।

তাঁর মানে সহজেই বলেননি, 'আপনাকে অনেক ধরনের, মিঃ বর্মা।'

বলছে, পেরিসকে আবার বর্মা বলা কেন? তা হলে পেরিসটা হয়নাম নাকি? আসলে এই হয়েছে আর হয়নাম উনিই কি স্বনামধ্যে পাগলার বর্মা?

হয়ে, থাকি থাকি। ধানিক বাদেই সমস্ত ব্যাপারটা আজকে পারে।

মিঃ আর মিঃ মিঃ সুইনকে এখন পুলিশ হেফাজতে টেনে থেকে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের স্থায়ীত্ব নেল আজ্ঞা থেকে বলতে।

দু' জনেই, আন্তঃজাতিক দালি আসামি। ওদের অনেক বেলের মধ্যে এই ভুঁতুকু হত্যা-বিদ্ধকী একটা।
বামী-পীরে সেতু নানা নামে তারা প্রায়ই বিশেষ বিশেষ লাইব্রের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হয়। তার পর সুখোপ সুবিধা হলে আর ধনী কোনও মহিলা যাত্রী চেলে ওই ভাবে হতা করে যথাসাধ্য নিয়ে ব্যাপারটাকে একটি ভাতিক চেহারা দেয়।

এই ভাতিক চেহারায় দরকারই রূহনাট্য মীমাংসা এবং একটি গুলিয়ে যায়। পরাশর বর্মার চেটকেই আজ হাতেন্তে খুনিরা ধরা পাড়ল।

লাগে মানে মিসেস হাটন যখন চৌচিরির ঘরের ওপর উঠে তার নাকে কোনো বিশেষ বিদ্বেষ রূমাল চেপে ধরেছিল তখন জোসেফও তাই করতে গিয়েছিল পেরিসরাগী পরাশর বর্মাকে। কিন্তু প্রতিবেদন ছিল বলে পরাশর হঠাৎ উঠে বসে জোসেফের নাকেই অজাজ করবার ওয়াই মাথায় রূমাল চেপে ধরে। জোসেফ অজাজ হয়ে লুটিয়ে পড়বার পর লাগালে কায়দা করতে খুব দেরি হয় না।

ট্রেন তখন টাইলে পেরিয়ে পরের স্টেশনের কাছে গোঁড়ে গেলে। পরাশর বর্মা আলাম চেন টেলে ট্রেন সেখানে ধামায়।

এগিয়ে যায় মহিলাদেরই শিকার করেছিল তাদের হঠাৎ নিয়ম বদলে চৌধুরীকে আক্রমণ করতে যাওয়া অনুভূত।

তবে বিজ্ঞাপণ দিয়ে চৌধুরীর নামটা তুলে লেখার মধ্যে বোধহয় কারণটা ছিল। সেখানে চৌধুরীর নামটা লেখা ছিল মিসেস এস চৌধুরী বলে। চৌধুরী মিস্টারের এম আর-এর পরে ফলাফল এম্প্লাটে তখন একটি কৌতুকই বোধ করেছিল।

ওই এম্প্লাট যে পরাশর বর্মার পরামর্শেই লাগানো তা জানলে খুন খুশি বোধহয় হত না।

হাটনেরা আগে থাকতে করার সর্বসম্মতির নাম যেমন করে হেক সাঙ্গর করত। ভূসুরাল থেকেই হল্লারে কোনও মিসেস চৌধুরীর একা করায় ওঠার খরার নিশ্চয় তারা পেয়েছিল। মিসেস এস চৌধুরী মিস্টারের হয়ে যাবার পর একটি হতাশ হলেও আগে থাকতে আয়োজন করা খুনের ব্যাপারটায় বাতিল করতে পারেনি।
পরিশিষ্ট
সুদ-উপসুদের আধুনিক উপাখ্যান
("গেমের ত্রিকোণে পরাশর" গল্পটির ভিত্তিপথ)

নামটা ধরা যাক শোভনা দেবী। ছবিনরের প্রায় সীমায় এসে মোহিবল মেয়েগুলো পোশাকে প্রসাধনে শোভনা দেবী আসল বুঝতে না শোভাবে চাপা দিয়ে রেখেছেন। একবারে আঁখাগুলির কৌশল না মনে হয়েছেন, পশুগুলি তোমার একটা তাকে অর্জনসে ফেলা যায়।

শোভনা দেবীর সন্তান শাক্তি পরিচয় না থাকলেও আমি তাকে চিনি। আমার কাগজে বার করে তার চিহ্নিত ছেড়েছি সাহায্যে। সে অবশ্য কোনো বছর সাতক্ষীর আলোকায় কথা। শোভনা প্রথম সঙ্গে দেখা দিয়ে শোভনা দেবী তখন ছায়াছবিতে জগৎ জয় করবার উপকরণ করতেন। তার সঙ্গে ছবিতে তখন বেশ সাফটি আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলা ছবিতে নায়কার দৃষ্টিকোণ। শোভনা দেবী সেদিন দিয়ে একটা বড় অডাল পূর্ণ করবেন, সকলে মনে করেছে।

ফ্লোয়ার কিশুর পূর্ব হয়েছে। ছবিতে শোভনা দেবী শুধু চিত্রশালা থেকেই নয়, ব্যবসায় থেকেও সকলে দাঁড়িয়েছিলেন। চিত্র ও নাট্য জগৎসের ছবিতে মিলে হয়েছিল সাতক্ষীর। সাংবাদিকরা এ রহস্যের মূল যে কোনো চিত্রশিল্পীকে চিত্রকরা একজন মূল তৃণ বিশেষ কিস্তি তারা সমাপ্ত করে পারিয়ে। শুধু একটা জুলাহাতের শোভনা নিরক্ষর যে শীর্ষেরা কোনো মেঝলকে পাকড়াও করেই নারী শোভনা দেবীর পরাক্রম ও মধু শেষে সংসারে হতে চেষ্টা করেছে।

যে স্থানে কিশুর স্থান বলে প্রমাণিত হয়েছে। হলো আর যার কাছই হোক, শোভনা দেবীর হাস্যকর চিত্রকরে বলে রুক্মিণী নামক একটা রসলোক খাটামান থাকতেন। তবে শোভনা দেবীর হাস্যকর চিত্রকরের সাথে একটা আলোকায়ত তখন কেন্দ্রীয় অনুজ্ঞান বসে। তুমি পাশাপাশি যে একজন নয়, দু-জন—এই বার্তা তখন জানা গেল। দু-জনেই তোঁ কাগজে একথার চূড়ায় আসার। শুধু একজনের সম্পদ শিক্ষাবিদ উপাধি পাওয়া।

শোভনা দেবীর সন্তান সাড়ার কোনো ধারাতলিক আসে নি, সৃষ্টির প্রতি সংসারে চিত্রকরের অভিজ্ঞতা। সরাসরি নতুন তারকায় উদয় হয়েছে। শোভনা দেবী তাদের হয়ে একজন পুরনো কাগজের ফাইলের মধ্যেই অনুশাসন হয়েছে।

এই শোভনা দেবীকে একান্তন বলে হাতে সকলে পর্যায়ের ঘর দেখে অবকাশ হওয়া শিক্ষার্থী স্বভাবিক।

মহিলাবি বলে দর্শন থেকে ফিরিয়ে না দিলেও পরাশর তার অসাধারণতা গোপন করালে না। শোভনা দেবীকে মাটি একটু বিস্ময় পর্যন্ত উঠে দাড়ালাম। শোভনা দেবী নিজেকে কোনো গুরুতর বিষয়ে পরাশরের পরামর্শ নিতে এসেছেন। আমার এখানে সবকিছু তিনি পছন্দ না-ও করতে পারেন।

আমার উঠোতে দেখে পরাশর কিশুর একটু রক্ষা করেই বললে, "তুমি উঠছ কেন? বোঝো।" "কিশুর আমার কথাটা একটু গোপনীয়।" শোভনা দেবী আমার দিকে একবার কঠোরভাবে চেয়ে বললেন।
লাগা

'প্রকাশ্যা বা গোপনীয় যা ই হোক, আজ তো আপনার কথা শুনতে পারব না।' পরাশর শং কথাগুলো একাকি ওজন গলালে। একটি মোলারেম করে সিনিয় ভঙ্গির কবলে, 'আপনি না জেনে একাকি বাউতে মেয়াদঘাটে এসেছেন, তাই ঘর এনে বসিয়েই কথাটা জানাচ্ছি। অস্ত থাকতে ঠিক করা না যায়, আমি বাড়িতে কারও সঙ্গে দেখা কিনি করি না।'

'দেখা করলে না! তার মাত্র আপনার সাহস বা পরাশর চাইতে আসতে হলো আপনি থাকতে অ্যাপেন্টমেন্ট করতে হবে।'

শোভনা দেবীর মুখে কেমন একটি তিন্দ দুর্বোধ হাসি।

পরাশর নেটা লক্ষ নিষ্ঠা করিয়ে দিয়ে আগুন করে বললে, 'হ্যা, আপনি বলে স্বরূপ এই সময়ে আসবেন। আপনার যে বলবার আছে, আমি জানা।'

'তখন আপনাকে শোভনা কিঠ থাকবে না। যে শোভনার পুলিশকেই শোধনে হবে।'

শোভনা দেবীর মধ্যে চিত্রভাষার উচ্চ ভঙ্গির সতারনা দেয়ে দেন সে যে অনেকের উচ্চারিত হয়েছিল, এই কথাগুলো বলার ভঙ্গির আর গলাল হয়েই তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে ভঙ্গির সঙ্গে সে স্বরে ভঙ্গির এমন একটি বোধ দেখা দেয়া যাচ্ছে, যা অভিনীতে কোনো পালে অনেক কথা অভিনীতে দুর্বোধ হয়ে যেতেন বোধ হয়।

বাপারী এখন কিঠু অভিনয় নয় বলেই মন দেখা হল আমার। পরাশরের ধরা সেই রকম হয়ে থাকবে বিচার, করে একটি ছুঁড়ি করে একটি পত্তা দিয়ে এই প্রথম তো শোভনা দেবীকে তাল করে একটি লক্ষ করে দে আগুনের কুকুর চর্ব পালটে স্বর্ণ ভিক্ষু সুরে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি যা আশ্রয় করছেন, তা আমার মনেই ঘটতে বলে সুন্নিরাম বিশ্বাস?'

'হ্যা, আমার দুটি বিশ্বাস তা ই।' শোভনা দেবীর গল্লীর গল্লী বললেন, 'আপনার কাছ দেই জনাই এটি এস্থিতুরত।'

'আপনার তা হলো ধারণা যে আপনার প্রতিষ্ঠাতা আপনি মহীশূরের মধ্যে আজই সংঘটিত কিছু একটি ঘটনার মতো হয়েছি।'

চমকে উঠে শোভনা দেবীর মতো আমির হতভাগ্য হয়ে পরাশরের দিকে তাকালাম।

শোভনা দেবীর প্রথম কিছুটা আশ্চর্য হয়ে কিছুটা ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এ কথা জানলেন কিরা করে?'

'সে ধর্ম পরে হবে।' পরাশরের গলালে একটি অংশিত প্রকাশ পেলে, 'এখন আপনি বিজ্ঞানেরই আলোচনা হয়েছে। আলোচনার আজই ভাবনার কিছু করবে আপনি ভাবনার? তখন কিছু মানে তা মহীশূর খুন করবার চেষ্টা করে?

শোভনা দেবী হতভাগ্যের মতো একটি খাড়া বাড়ি নাটক হয়েছে।

পরাশর আবার বললেন, 'কিছু ছোটাছুটি নিয়ে খুন করবার কথা নিষ্ক্রম ভাবেন নি। মহীশূরের মারামার চেষ্টা করেন প্রিন্সিপাল দিয়ে করবেন। আদিত্যাঞ্জলের প্রিন্সিপাল আপন সতি সতি হল চূড়ি হয়ে তার কিছু জানেন?'

'জানি! জানি!' শোভনা দেবী এবার একটি উদ্ধীত, 'কিছু সে চূড়ির খবর সতি নয়।'

'সতি নয় আপনি ঠিক জানেন?' পরাশর তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'একবারে চাকুব প্রমণ না গলেও তা-ই আমার অনুমান। তার এ অনুমান কেন স্বল্প নয় তা বস্ত্র--'

শোভনা দেবীকে থামিয়ে দিয়ে কথার মাঝখানেই পরাশর বললেন, 'তার বলবার আগে আসে একটা কথা জানান দেখি। আদিত্য ও মহীশূরের তো গলাল গলাল ভাব। তাদের মধ্যে সম্প্রতি কোথা কথা হয়েছে?

'না।' তখন অনিশ্চিত সঙ্গে স্বীকার করলেন শোভনা দেবী, 'কিছু বাইরের ঝগড়াই তা আসল

নয়।'
"টিকই বলেছেন।" পরাশর এবার বিদ্রোহ-বাহক হয়ে বললেন, "তেতেরে তেতেরে ওরা পরস্পরের পরামর্শ করে। আর তার কারণ আপনি।"

শোভনা দেবী মায়া নিচু করলেন।

পরাশর আবার বললেন, "আমি পাঁচ বছর ধরে আপনাকে নিয়ে দুই বন্ধুর গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আপনি তাতে ইচ্ছায় আসছেন, হয়তো উপভোগ করছেন আপনার জন্য দু-জনের এই সুন্দর-উপসন্দর গোপন লড়াই।" না, না, না! শোভনা দেবী তাঁর সন্তানের স্বরে প্রতিপাল করলেন, 'আমি প্রাদুর্ভবে ওদের মধ্যে রোগাচার করার চেষ্টা চেরেচ্ছি। ওদের মধ্যে এ গোপন শক্তির বিষ যাতে ভয়কর কিছুতে না পৌঁছায় তার জন্যে নিজেকেই স্পর্শ দিয়ে এই সাত বছর আমার সতিকার মনের কথা লুকিয়ে রেখেছি দু-জনের কাছ থেকেই। দু-জনের কাউকেই বিয়ে করতে রাজি হইনি। কিছু তাদেরও সমাজ ঠেকায় পালনামায়। মহিলার আদিত্যকে কম হিসেবে করে না, তবু আদিত্যের মতো উদায় দে না। আদিত্যা কিছুদিন আন্তঃ আমার কাছে বিয়ের প্রতিকৃতি আদায় করতে চায়। আমি বললেন যে তোর বীর্য দেখে হয়েছে। তুমি বিয়ে করতে রাজি না হলে সে এবার সাংঘাতিক কিছু না করে ছাড়ে না। আদিত্যকে শান্ত করার অনেক চেরা করে বিলায় হয়। শেষে আমি বলতে বাধা নাই যে তারা দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে সতিকার মিটোনু না করে নিলে কাউকেই আমি বিয়ের করতে পারতে পারি না। এ কথায় কিংবা হয়ে উঠে আদিত্যা বলে যে, দু-জনের একজন না থাকলেই প্রথমের দিনের যায়। মহিলার গোপনের একটি চেষ্টা করতে তা সে আমার কিছু মহিলাদের ব্যবস্থা আদিত্যা করেছে। মহিলাকে যে আশা রেখে দেবে।'

'উত্তেজনা ও রাজ্যের মাধ্যমে মানুষ কত কিছুর জন্য বলে।' পরাশর মন্ত্র করলে তাঁকে করে।

না, না, রাজ্যের মাধ্যমে আমার উপায় নাই। শোভনা দেবী বাক্যে হয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'ওই কথার দু-চিন্তা বাদে আমারা তিনজন রাত্রে একটি হেটেলে জিনার থেকে গেছলাম।'

আমার মুখের নিম্মকুল দেখে না পড়েলেও কথার মাঝেই পরাশরের মুখের বাক্যের হাসিটা লক্ষ করে শোভনা দেবী একটি হেটেলে বললেন, 'আমি দিলে হাসিটা হয়েছে ভাসেন না? দুই বন্ধুর শক্তির মাঝে বাহিরের নয়, তেতেরের, সে তো আমার বলেছি। এমনকি তিনজনেই আমারা বেশির ভাগ একসাথে থাকি। তেতেরের হিসাবে তাঁদের ওরা দুজনে মনে পরম্পরকে হেরে থাকতে পারে না।'

শোভনা দেবীর একটি ধাপটেই পরাশর বললেন, 'বাক্যা হাসি বাস আমার মুখে দেখে তাঁকে সেটা আপনারা বিদ্রোহের একসাথে ডিনারে গেছলে শুনে নয়, আপনি আমার কাছে সত্য গোপন করেছেন বলে।'

'সত্য গোপন করেছি।' শোভনা দেবীর পায়ের একটি ডাঁড়ালো হয়ে উঠল কোডে, 'আমার কথা যদি না শুনে সত্য গোপন করেছি কি না বুঝলেন কে করে? সত্যটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম।'

'কী বলতে যাচ্ছিলেন?' পরাশর বলে দৌড়ে দিয়ে বললেন, 'আদিত্যপ্রতাপ সেই রাজ্যেই তার রিভলেশন চুরি যাবার কথা প্রাক্তন করে, এই তো যা?'

'হা,' নিম্মকুলে পরাশরের দিকে তাঁকেই শোভনা দেবী বললেন, 'আপনি লাইক অনুমান করেছেন। কিন্তু সেই সময়ে আরও কিছু বলার আছে।'

'যেমন কি?'

'যেমন, চুরির কথাটা যে তাঁর বানানো, তা সেই রাজ্যেই বুঝতে পারে। ডিনার থেকে ফেরিবার
সমায় মহিদার প্রথম তার বাড়িতে নেমে যায়। তারপর মহিদারের গাড়ি নিয়ে আদিত্য আমার বাসায় পৌঁছে দেবার সময়—

গীতিঃ নেয়ে থাকা আমার কাছ হল না। শোভনা দেবীকে বাধা দিয়ে বললাম, 'মাফ করবেন, আমার এখানে থাকতে হবে অন্যায়, তার ওপর একটি অনিষ্ঠার চাহ করছি। গাড়িটা বললেন মহিদর প্রধানে, তা হলে আদিত্যের কাছে দেবার সময় চালিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিতে গেলেন কেন? এটা কি বাইরের বাটনের একটি নিদর্শন?'

'কিছু তাই,' শোভনা দেবী আমাকে উপেক্ষা করে মনে করে হেন পরাশরেরিকে শোভনলান, 'আদিত্যার পোতার গাড়িটা মহিদারের কারণেই তখন তাকে হিংস-এর আগ্রহ ছিল। মহিদারের গাড়ি বলেন সে শেষ পর্যন্ত আমার পৌঁছে দেবার সুযোগ পাবে, এ বাণিজ্য ঠাকুর করে প্রতিবাদ করেছিল আদিত্য। মহিদর তখনই উদারভাবে গাড়িটা সে চারের মতো আদিত্যকেই দিয়েছিল চালাতে।'

'আদিত্য প্রতিবাদটা কিছু গুপ্ত নির্দেশ ঠাকুর নয়,' পরমাণু মন্ত্রী করলে, 'মহিদারের উদারভাবেই যায় যাইগুলো বিরুদ্ধিতি।'

মহিদারের মনের কথা বলতে পারব না,' শোভনা দেবী একটু ফেলে তেলে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু আদিত্যের প্রতিবাদটা যে নিষ্ঠব্ধ হলকে ঠাকুর নয়, সে আমি কখনই বুঝেছিলাম। মহিদারের নামই দেবার পরই তার আক্রমণে ফেটে দেবার। দাঁতে দীর্ঘ চেপে সে আমার বলে, 'মহিদর গাড়িটা আমায় আজ হেঁফে ডুবে তোমার কাছে উদার সেজে।' কিছু ও শঙ্কাতিন তুমি না হয়ে চাও, আমায় বুঝতে বাকি নেই। আমার পিতৃত ও-ই চুরির করিয়েছে, তা কি আমি জানি না?'

আমি তাতে বাধা দিয়ে বললেছিলাম, 'তোমার পিতৃতে যে চুরি গেছে তারই যা ঠিক কি? তুলে কোথাও রেখেছি, এখন হুজুর পাঠানো এখনও হতে পারে তে?'

আদিত্য হঠাৎ গাড়িটা রাতারাতি ধরিয়ে আমাদিকে কেমন অকুল ভাবে চেয়ে হেলে উঠে বললেছিল, 'তাই হাসি হয়, তা হলে তোমার সব সুসমাচা মিটে গেছে জেনে।'

তার গলার খ্রে ও বালার ধরনে ভয় পেয়ে আমি বললেছিলাম, 'তার মানে?'

'তার মানে, মহিদর আর তিনি তোমাদের কাছে উদার মহৎ সেজে থাকবার সুযোগ পান। তিনিন বলেছেন ওর গ্র্যাজেট থেকে আমার গাড়ি মেরামত হেঁ দেবার। সেই গাড়ি নিয়েই আমি ওর সদে দেখা করতে যাব, গাড়ি মেরামতের যুদ্ধ হর বাগান করতে। দুই বছর বাগান হাতে তূলতে হয়ে উঠে, কী থেকে কী হয় কেউ বলতে পারে না!'

আদিত্যের প্রথার উপায় কোনোটিই কথাগুলো বললেছিল, কিন্তু তার প্রথমে তুমি তেমন আমার হিম হয়ে গেছে। আমি তার হাত ধরে মিনতি করে বললেছিলাম, 'একবার সংখ্যাগত কথা মুখে উচ্চারণ দুর্যোগ দূষ হয়ে ফেলে, সে ফেলে না তাকে।'

'কাজে না করে, মজা মিসেরে মনে মনে ভাবতে দোষ কি,' বলে সে যে ভেঙে হেলে উঠেছিল তাতে আমি পিঁটে উঠেছিলাম ভেঙে ভেঙে। মহিদারের শেষ পর্যন্ত একটা আমি না জানি পাশিতি, মহিদর কিন্তু হেসেই উঠিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। বলেছে, 'আদিত্য তোমায় ঠাকুর করে ডুবানো হয়েছে, তা-ও বুঝতে পারেনি।'

আমি কিছু সত্যি তা বুঝিনি। আমার পেড়েপিরিতে মহিদরের আদিত্যকে মেরামত করা গাড়ি চেয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটি কৌশল করতে রাজি হয়েছে। গাড়িটা আদিত্যের বাড়ির বলে গ্যারেজের দাঁতে ফেলে ভুলে করে মহিদারের বাড়ির সামনেই রেখে যায়। আমি মহিদারের বাড়িতে ওই সময়ে উপস্থিত থেকে আদিত্যকে কোন করে সে কথা জানার আর মহিদারের গাড়িটা পাঠিয়ে দেব তোকে আনতে। গাড়ি কৌশল চানু হল দেখবার জনে আমাকে নিয়ে একটু যুরে আসবার অনুরোধ জানার সেই সঙ্গে। সত্যি যদিও তার মনের
ভেতরে কেন্দ্র হওয়ার মহলের কখনও থাকে, তা হল এই বাবব্যায় হয়তো তা কেটে মেরে পারে মনে করেছি। মনে করলেও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হতে পারিম। আমার সদ্দেশ সম্পূর্ণ সত্য বা মিথ্যা দুইই হতে পারে। সূত্রাং পুলির কে একথা জানানো যে যায় না, তা বুঝতেই পারছেন। তাই আপনার কাছে দুই এসেছি। আজ সেই গাড়ি ছেড়ে দেবার দিন। সকলেই গাড়ি দেবার কথা ছিল। অনিতা কারখানায় করেকরোর এর মধ্যে ফেল করেছি। দেহি হুমায়ূনের নানা মিথ্যা কোথায় মিথ্যা কোথায় দেহো হয়েছে। কিন্তু আর তা চালনা না। আমি এখান থেকে মহীশূরে বাড়িতেই যাবুি। এখন কিছু বিপদ যদি সত্য কিছু থাকে আপনি তা ঠিকাবার ব্যবস্থা করতে পারেন কি?

শোভনা দেবী রাত্রি সেপ্টেম্বর ধামলেন পরাশরের মুখের দিকে উৎসুক-কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে।

পরাশরের বাবার তখন সত্যি আমার খুব খারাপ লাগছে। শোভনা দেবীর শেষ কথাগুলো শেখেন শুনতেই পাইনি। এক আলামন্দ তারে সে তখন ঘরের কোণে জড়ো-করা পুরনো ঘরের কাগজের খাড়া ছিল।

শোভনা দেবী আলামের প্রায় হাতাল ভাবে বললেন, 'আপনার কোনও সাহায্য কি তা হলে পারে না?'

কাজাগ খুঁটা ধামল পরাশরের সে একটি অজিলাজারিতে বললেন, 'সাহায্য করবার কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া সম্পূর্ণ সত্যি না জানলে বাইরের কারও পকে সাহায্য করা কি সম্ভব?'

'সম্পূর্ণ সত্যি কি আপনাকে জানাইনি?' শোভনা দেবীর গলার পর এবার বাধিত হলেও অন্যায় অভিযোগের প্রতিবাদ একটি তীব্র, 'সম্পূর্ণ সত্যি তো আপনাকে বললাম।'

'বললেনি কি ভাল করে মনে করুন দেখার সময়ে পরাশরের মুখে আবার একটি বাক্য হাসি।

'মনে করবার কিছু না-ই। আপনাকে অজিলাজারিতে সব কথাটা—'বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে শোভনা দেবী কেমন চেয়ে যেন অন আনা কথা অবশ্য আপনাকে বলানি। কিছু সেটা যে বলবার মতো কথা, তা আমার মাতামাতেই আসেন।'

'আপনি কি হে? পরাশরের মুখে জিজ্ঞাসা করলেন।

'সেদিন দিনাজপলের আগে আমারা একটি ইংরেজি ছবি দেখতে গেছলাম,' বললেন শোভনা দেবী, 'ছবিটা ঐতিহ্যবাহী। তাতে এক জয়গায় একই নামিকার দুই প্রধানের একটি মন্দিরের দৃশ্য আছে মলের নামে। ডুরাল শুরু হইতেই আংশিক হেসে উঠে বলছিল, 'এ যুগের মানুষ তো মানিকীর তলোয়ারের খেলা দেখেছিনি। নইলে কে জিজ্ঞাসা তা তো ঠিকই হয়ে আছে।'

'কে জিজ্ঞাসা, তোমার মনে হয়? জিজ্ঞাসা করিল মহীশূর।

'তোমার কি মনে হয়, তবি আগে বলল না?' আদিত্যের গলাটা একটি রূপ লাগায় আমি সত্যি অনেক হয়েছিলাম। ভেতরে যা ই থাকে, বাইরে তো দু-জনে তা এতটুকু প্রকাশ হতে দেয় না।

আমি তাই আলোচনাটা চাপা দেবার জন্যে ঢাকার সুরে বলেছিলাম, 'এটা সিনেমা হল। কথা বললে অন্য লোকের অবস্থিতি হতে পারে।'

'না, এখন হুঁক না,' আদিত্য তুষ জেদ ধরে বলেছিল, 'তলোয়ারের খেলায় শুধু চোখে দেখাও, শোভনার তো না। কই মহী, কে জিজ্ঞাসা তোমার মনে হয়, তার তো বললে না?

'বলতেই হবে আমাদের,' হেসে বলেছিল মহীশূর।

'ই! বলো শিক্ষার্থী! খেলা প্রায় শেষ হতে চলে।' আদিত্য করে গলায় বলেছিল।

'মেধারের ফুল পানির বাইরে আয়োগা জিজ্ঞাসা সেই-ই। কিন্তু তবু মেধারের খেলা পানি বেদ করা যায়, প্রেমিকার হুদয়ের নাগাল পাওয়া যায় না।'
“বেশ মনোমতো ধারণা গড়ে তুলেছ তো!" হেসে উঠে বলেছিল আদিতা।
চুলিতে তেলায়ারের মেয়া শেষ হয়েছিল সেই মুক্তির মেয়া। মহীষীরের অনুমান অবশ্য ঠিক
হয়নি। প্রেমের মেয়া অস্যো সেই হতেছে, তবে ইত্যাদি সিজনামুলত মহী আরাখ্যানের
পরাক্ষায় দেখিয়ে রেখায় থেকায় বলার কথা হয়ে পরাশর আর কোন ৷ কথা এনিবেয়ে হয়নি।
সিনে থেকে আমরা হোটেলে গেছি ভিন্ন কথা।
শোভনা দেবীর কথা শেষ হবার পর পরাশর একটু চ্যাপ করে থেকে বললে, "আচ্ছা, এখন
আমি যেতে পারি।"
"যাচ্ছি। কিন্তু আমার মাত্রা পার কি না তো জানালে না।" শোভনা দেবী, পরাশরের
দিকে যাত্রীভাবে তাকালেন।
"হ্যা, সাহায্য যা আমার সাধ্য তা করব।" পরাশর আরেীর হেসে যেন ভেঁড়ে ভেঁড়ে বললে, "তবে
সে সাহায্য পেয়ে আমি হুমাইক কি না জানি।"
"মানে বক্তব্য পরালাম না।" শোভনা দেবী দ্বিভিন্ন উঠে বললেন, "তবে তা বোনা জন্যে
অর্কান্ন করব আর সাথে এই। আমি একটু আহ্বান দিলেন, তার জন্যে হুমাইক করে আমি
মহীষীরের কাছে একুশ যাচ্ছি।"
শোভনা দেবী দরজায় দিকে পা বাঁধায় পরাশর তাকে আমি বললে, "নাতান! যাবকে আমায়
আগে একটাই প্রশ্নের জন্যে দিয়ে যান। স্টেজ ও সিনেমা থেকে বিদায় নেবার সময় কার সঙ্গে
আমার বিয়ের কথা ঠিক হয় মহীষীরের?
"হ্যা,প্রায় অস্যো বললেন শোভনা দেবী, "তখনও আমার সাধ্য হন পরিচয়
হয়নি। মহীষীরের স্বেচ্ছা হিসেবেই আমি তা আমার আলাপ হয়।"
শোভনা দেবী আর কিছু হয়তো জিজ্ঞেন। কিন্তু, "আচ্ছা, নম্বর বলে পরাশর ঠাকুর মেয়ে
একটু অষ্টাদশ সেটেহ বিদায় দিলে।
পরাশর দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে দিয়ে আসবার পর আমি আর নিজেকে সংবরণ
করতে পারলাম না। বললাম, "এ সে রীতিমতো নাটকীয় ব্যাপার। শোভনা দেবী মদে কি
পরাশরও একবারের নাটকে নেমেছেন কিনা সদেহ?
"তোমার তাই মনে হয় কিনা?" পরাশর যেন উঠে যেতে চাহিদ প্রস্তুত।
"আমি কিন্তু নাতোভাবে? বললাম, "ব্যাপারটা একটু খুলে আমায় বলবে?"
"বলবার কী আছে?" পরাশর এখান যেন পাশ করাতে চায়, "যা শোভনা তার নে শনলে।
তা ছাড়া শোভনা দেবীর অনেক ইতিহাস কোনো হিসেবে তোমার তা আমার চেয়ে বেশি
জানালাম কথা।"
"জানালাম কথা, কিন্তু কিছুই জানতাম না দেখি। কেনও মনোমতো করে করা সংসারী
বক্র বলে শোভনা দেবী স্টেজ সিনেমা ঘুরে দিয়েছে এইটুকুই জেনিোছিলাম। হুমাইী তাঁর
দেখালাম তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি টপকা চার রাখা। কেমন করে জানলাম?
"না সেন যখন ছাড়ে না, পরাশর হেসে বললে, "একটু অপেক্ষা করো। আমি কাগজগোলা
একটু দেখে নিই। সময় সতিস্ত বড় করো।
পরাশর আবার এই পূরনো কাগজের চাষা ঘুরে শুরু করল।
কিছুকাল বাদে আবার না বলে পারলাম না, "সময় কম বলছ, তা হল এখন পূরনো কাগজ
ঘুরো করো কিনে কথা।"
"দুয়েই কুরনো বলে কিছু নেই হে?" পরাশর যা হুমাইীল তাঁই পেয়েই বোঝা কাগজটা
নিয়ে টেলিফোনের দিকে যেতে যেতে দাঁড়িতে মনস্ত করলাম, "যা পূরনো, তা-ই আবার নতুন
হয়ে দেখা দিচ্ছে।"
ফৌন্তা তুলে ডায়াল করে পরাষ্ঠা কাজে ডকাল বুখতে পারলাম না। ওদিক থেকে সাড়া 
আসতেই, নাম ধরে কাউকে সদ্ভাবনা না করে সে যা বললে, তা একটা অজ্ঞতা। বললে, 'ই, 
আমি পরাষ্ঠা কর্মা হলে, শুনুন, বাড়িতে পুরোনো খবরের কাজ রাখেন, না কেলে নেন?'

ওদিকের জানার উজ্জলে আবার বললে, 'সব কাজে ছ-মাস পার্থি, রাখি থাকে? খুব ভালু 
কথা। তা হলে যোগাটো মান তাহিরের ইংরেজি কাগজগুলো বার করে সেখুন। বেশ খুঁজিতে 
হবে না। একটা ইমারতি কাগজের একেকে প্রথম পাতারই বী দিকের তলাতে একটা খবর 
পাবেন। কাগজগুলো সেখেন কিনা এবং খবরটা পড়ে কুবলান, যত তারুরাভাড়া পারেন জানান। 
যান, এখুনি যোজ করেন।'

ফৌন্তা নামিয়ে রেখে রেখে একটি হস্তি মুথেই পরাষ্ঠা এবার আমার কাছে এসে বসে বললে, 
'বলে, কী সুনাতে চাও?'

পরাষ্ঠার সঠিক করার ধরনে মন্ত্র তখন বিচ্ছিন্ন আছে। একটি কোয়ার্টের সেইই বললাম, 
'সুনাতে তো অনেক হিসেরই চাই, কিন্তু তোমার চোখ সমৃদ্ধি করে কিছু বলবে না। সুতরাং খেটুকে 
কুপা করে বলতে চাই, তা ই শুনি।'

'আরে রাগ করছ কেন? সবই তো বলছি।' পরাষ্ঠার হেসে উঠল বললে, তবে সত্যই বলবার 
বেশি কিছুই নেই। শোভা দেবীর দেশে যে ছেবিতে নামেন তার প্রেসে টাকা ছিল অদীর গতায়ত 
চেহারিত। আদিত্যদাস বলেন এই বড়ো হেলে। এককালে প্রায় রাজন্ত বলা যায়, এমন 
জমিদারি ছিল। জমিদারি গেলেও একটি কবর বললে বিষয়ে বহু বহুড়ো বলে মনে হয় 
কে ফেলে জানে। আদিত্য সৌন্দর্য পশ্চিম এ যুগের ছেলে। প্যাকে অবজো করে না, 
আবার মেরে তাকে না শুনে তাকে দেখে না। সিনে চেহারায় ছেলে তা দেখলাম। সিনের কিছুটা 
নেপথ্য না। তার হয় সমনু সদ্ভাবনা করার চেষ্টা করতে মহীষ প্রধান। মহীষের আদিত্যর 
বড়োরাশির বেষ্ট, কিন্তু সে সুদৃশ্য আলাদা জাতের মানুষের। এ প্রায় কর্মদূর্বল হয়ে জীবন আত্ম 
করেছে, বড় বাঙ্গালী তি সূক্ষ্ম উপাদানকারীর কিনা মুখ্য সে প্যাক। নিজের চেহারা ছোট 
থেকে বড় হতে হবে যে একজন নাম করার মত। শিখির হয় চেষ্টা দেবী পার হবার 
আত্ফেই। দুই হর ধরা অভির হয় বললেই সবই জানে। মহীষের গোলামদের কাজকারাবারে আদিত্যর প্রচেষ্টা হয়েছিল কিছুটা ছিল। প্যাকার প্রতিমন্দিত দুজোটুই একথোপ্রায় 
সমান। আর এক দিন নিয়েও একটি মিল আছে—দুজোটুই অহ্বাকৃত। মহীষের ওই ছুরির 
ব্যাপারেই শোভা দেবীর সংস্পর্শে এরনে থেমে পড়ে। তাঁরপার একদিন শোভা দেবীকে বোধহয় অত্যাধুনিক করে বিদেশের প্রস্তাব করে যান। শোভা দেবীর মত প্রায় পার বেশি আত্মজ্ঞাতকে 
মহীষ সব কথা হজার ও তাঁর সম্পর্কে শোভা দেবীর পরিচয় করিয়ে দেয়। তাঁরপার থেকেই 
গোলামদের সুপ্রাপ্ত। আদিত্যর যাকে বলে প্রথম দর্শনই থেমে। আর সে থেম একেকারে 
বীরভূমীর বল। শোভা দেবীর মনের কথা তিনিই জানেন, কিন্তু ব্যাপার এইকোই সহজসহ হবার 
পর সত্যই এটিয়ে একদিনী ধরে দুজোটুই তাঁর কাউকেই তাঁই বরণ করতে রাজি হননি। খৃষ্ট ধরে আপেল 
করলে দুই বক্তুর মধ্যে একটি বিশুদ্ধ হয়ে হতো। আশা করেন, কিন্তু তা হয়নি। তার 
বদলে আজ একটা বিষয়েরই হতো চলেছে।'

'আজ সত্যই একটা কিছু ঘটে তুমি মনে করো? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হলে পোডায় 
শোভা দেবীকে সাহায্য করতে রাজি হচ্ছিলে না কেন?'

'সাহায্য যার সাহচারে দেয়কাল তাকেই করব বলে।' পরাষ্ঠার আবার সেই হেলালি।

'এ হেলালি আপনার অর্থহ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তুমি ওদের ভিনজনের এক কথা,
মায়া আদিতার পিন্টল চুরি যাবার খবর পর্যন্ত জানলে কী করবে?

পরাশর উত্তর দেবার আদেশই ফোন বেঁচে উঠল।

পরাশর উঠে গিয়ে ফোন ধরে উৎকীর্ণ হয়ে আলাপ শুরু করলে, 'যাকো, পেয়েছেন তা হলে! মানেটাই বলেছেন কি? কী বললেন?

ওদিকের জমাটা শুনে পরাশর অত্যন্ত খুশি হল ফোন। বললে, 'বাচ চমৎকার। আপনার তো কারও গুরুত্ব দরকারই নেই। আপনার নিজের বুদ্ধিই যথেষ্ট।'

তারপর ওপরের কথা শুনে পরাশর যা বললে, তাতে আমি একবারের হতভাগ্য। বললে, 'হ্যায়, চিকিৎসা দেওয়া মুক্তিতে আমার ভালো যাবে না। না, কোনও ভাবনা নেই। তারপর যা সামলাবার আমি সামলাবার।'

পরাশর ফোনটা নামিয়ে রাখেছিলে বিমূর্তভাবে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না। অগুলো তুলে আমায় থামিয়ে পরাশর আর একটা নতুন কাজ করলে।

সমস্তই হবার পর, পরাশরের কথায়, লালবাজারের কাঠিকে নিষ্ক্রিয় ফোনে তেকেছে বলে মনে হল।

'হ্যায়ো। কে বললেন, লাহীড়ী?' পরাশর বললে, 'ইয়া, আমি পি, বি। শুনুন। খানিক বাদেই একটা খুন হবে। ইয়া, ইয়া, হবেই। না, খুনের বিষয় আর ঠেকাতে পারা যাবে না। যা হবার হয়ে যাক, তারপর যা করবার করতে হবে। অর্থাৎ, একটা পুলিশ ম্যান আর একটা আয়ুর্ভোল একটা বুদ্ধিযুক্ত বলতেন?

লালবাজারের হোমারা টোলায়, ফিনী ফোনে ধাক্কা, পরাশরকে নিচু বিলকুন তিনি চন্দেন। নইলে পরাশরের একক ঢোলা রসিকতা বদলাতে করতেন না বেড়াচ্ছিল। অনেক ফোনটা নামিয়ে দিতেন। পরাশরের পরের অনেকটা বিচিত্র বোঝা গেল যে ওর এ রসিকতাটা তার পকে একটি বেশি শুরু পরুকো হয়ে গেল না।

'রসিকতা তুলতে পারছেননা?' পরাশর বললে, 'রসিকতা মনে করলে অর বুঝেন কী করবে? আচ্ছা চিকিৎসাতে আমি গিয়ে সাক্ষাত করে দিচ্ছি।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে 'আমায় এখনো লালবাজারে যেতে হচ্ছে, কিছু মনে করো না,' বলে মেরেরাপে পরাশর তারপর বর্ণিয়ে গেল তাতে বেশ একটি দূর্বল হয়েই বাজি ফিকল।

পরাশর নিষ্ক্রিয় বোঝা রসিকতা বে করেনি, পরের দিনই তার পরিচয় পাওয়া গেল।

খবরের কাগজের বিবরণ অবশ্য অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সংকিত। ছোট ছোট অক্ষরে শোনীয় দুইটনা শিরোনামা লিখে তিনি পাঠার একবারের তলায় সমান্য একটি সংবাদ বহিষ্কার করেন—নামাড় কিছু না দিয়ে। বিশেষ করে, 'পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, গতকাল বেলা বারোটায় কলিকাতার বিশিষ্ট একজন ধনী ব্যক্তি পিতের গুলিতে আহত হইয়া মুহূর্ত সংহতই অবহেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। পুলিশ এ বিষয়ে অনুপ্রাণন করিয়েছে।'

আসল বিহার খবর আমি আশা পরাশরের মাধ্যমে পেলাম।

সকলবলেই তার ফোন এল—'একবার আসতে পারলো এখনো? আমি বাড়িতেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

গতদিনের বাড়িরের কথা মনে করলে করা একটু কিছু বলতে চেয়েও পাল্লাম না।

পরাশরের অনুরোধ না মানা আমার পকে কষিত, তার ওপর কৌতুহলও আছে প্রচু।

যত যানি সঙ্গে নির্দিষ্ট গলায় তবুও বললাম, 'কী জন্যে তেমন বলছেন কবর্তা শোনাতে? 'না, না', পরাশর আহারার দিলে, 'তোমার নিজে একবার মহীতল প্রধানের বার্তা যাবে।'

আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। উল্লেখিত হয়ে বললাম, 'তা হলে মহীরই খুন হয়েছে? খবরের কাগজে অবশ্য নাম দেয়নি, তবু পড়েই আমার সদেহ হয়েছিল।'
'তোমার সন্দেহ কুল।' পরাশিগুলোর মধ্যে জানালে, 'গুলি যেখানে হাসপাতালে গেছে আদিতাপরাক্টর।'

'আদিতাপরাক্টর!' সত্যশ্চরণ বলে উঠলাম, 'কে তাকে মারলে? মহিড়র?'

'না। মহিড়র ডাকিনির মাধ্যমে কাউকেও ছিল না। আদিতার নিজের পিঠের গুলিতেই আহত হয়েছে। আদিতাই বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোনের বিস্তারে এসেই বিবরণটা শুনলে ভাল হত না?'

পরাশিরের দলকে কোন ছেড়ে তখনো তার বাড়ি রওনা হলাম।

সেখান থেকে মহিড়রের বাড়িতে যাওয়া কিউশ হল না। সে বাড়ি ত্যাগ করার আগে একজন শোভনা দেবী একদিন বাইরের ঘরে দুক্তলে। কাল বাইরের অংশ উঠে উঠে অবিষ্কার মধ্যে: শেঠানো শেঠানে খাটো পরিশ্রম পরিপূর্ণ দেখাচ্ছে। আজ তার মৃত্যু একবারের কথা। আবার শেঠানো একজন শোভনা দেবী। মুখরোখে একটা গোষ্ঠীর ব্যাপারে ছাপ। সারা তার জীবনের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেঁচেছেন মনে হয়। উমাদনিদের বললে আহত বাবুর বাসস্থলে বৈঠা উচিত।

'ঘর থেকে তার মতে কাতর তীর অর্থাৎ হিংস্র স্তব্ধ পরাশিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, 'কেন? কেন অপরিহার্য অগ্রিমা অস্ত্রের দিয়েছিলেন? কেন বলেছিলেন সাহায্য করেন?'

'সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য তো আমি করিেছি শোভনা দেবী।' শাখ অর্থাৎ ব্যাপার বললে পরাশির, 'মহিড়রকে তো আদিতার স্পর্শ করে পরিষ্কার হয়েছি।'

'না, তা পারলেন,' শোভনা দীর্ঘবাক্যে গলার দুর্দশা প্রায় রূপ হয় এল। 'কিন্তু আদিতার এ ই হবে, তা বিনয়ে চেষ্টা ছিলাম। কেন তাকে তার অপর বাঁচাতে পারলেন না?'

'আপাতভাবে একটাকে কথা তখন তে আনিয়ে মুখার্জন শোভনা দেবী।' পরাশিরের গলা এবার সহজ মুখ দেখায় খিল।

'না, তা ভালী দেবী। শেঠানো দীর্ঘবাক্যে দোষে পড়লেন, 'তাকে পরিশুট কোনওদিন দিনি বুঝিতে। কিন্তু তা রেখার উচিত ছিল।'

'বুঝলে এমনকি আমার তা আদিতার বোধ হয় করত না।' পরাশিরের গলায় এবার সেই একটি বিষয় তাদের দুর্দশা-সৃষ্টি সৃষ্টি।

'কিন্তু আপাতভাবে করতেই বা কি তার কারণ ছিল?' শোভনা দীর্ঘবাক্যে দেবী নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেখান মনে সেতো নয়।'

'তা হলে আমি কি আর কিছু সন্দেহ করেন?' পরাশিরের স্বর ঠিক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'সন্দেহ করলে কেন?'

'না, না, কেম কর সন্দেহ করত?' শোভনা দীর্ঘবাক্য স্বরে বললেন, 'আমি যে নিজের চেয়ে সব দেখে। ভাবুক সেবের করবার কোনও অর্থে যে সেখানে নেই।'

'কি দেখেছে তা একবার আমায় বললেন?' পরাশির অনুরোধ জানালে।

'পুলিশের কথা সবই বললে, তুমি আপাতভাবে আমায় বললি।' শোভনা দীর্ঘবাক্যে দীর্ঘ বললেন, পুলিশের কথা নিয়ে দিয়েছিলাম সেই ভাবেই মহিড়রের বাড়ি থেকে আদিতারকে আমি বিতরে নিতে আদামর জন্যে কোন করি। মহিড়রের দোহাের ঘর থেকে গাড়িটা নীরবের চূড়ায় মাত্র তখন ছিল সে আমায় তাকে দেয়া যায় আমি ও মহিড়র দুজনজ হওয়া থেকে সেখানে পরিস্রম বেছি। কোনের কিছুক্ষণ বাড়ই আদিতার তার পূর্বেরা এটি গাড়িতে সেখানে আসে। আরপর ওপরে না উঠে নিজের গাড়িটা জাহিড়েন খেতে নেতা তাইতেই গিয়ে উঠে বসে। সে আমাদের সঙ্গে দেখা না করল গাড়িটা নিয়ে চল যেবার কি না যখন ভাবাতে তখনই গাড়ি থেকে বিপজ্জনকের সেই ভাজকের আওয়াজ শুনলেই। সেই সঙ্গে আদিতার আর্তনাদ।'}
বলতে বলতে কারায় শোভনা দেবীর গলা একেবারে রুদ্ধ হয়ে ফেলল।
পরাশর একটু অপেক্ষা করে, একটু বিচ্ছেদ রেখে যেন জিজ্ঞাসা করতে। মহীধর তখন কোথায়?
'সে আমারই পাশে দাড়িয়েছিল,' নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন শোভনা দেবী, 'পিতামহের শব্দ শুনলেই সে ছুটে নীচে নেমে যায়। আমিও তার শেষের পেছন ছিলুম। আমি গাড়ির কাছে পৌঁছে না গোয়াহেতে মহীধর গাড়ির সাঁটি বদল পেয়ে পৌঁছানো করেন। মন্ত্রের গাড়ি থেকে নামান, আর সেই নামানের সময়ে গাড়ির নীচে পড়ে থাকে বিলম্বিত। তার চেয়ে পড়ে। সে রিসিলভার আদিতার। আমি অবশেষে এসব কিছুই তখন খেয়াল করিনি। আদিতার সেই রকম কথা—'
শোভনা দেবী থেমে গোল।
পরাশর শান্ত দিকে চেয়ে বললেন, 'আদিতার সে অবস্থা দেখে আপনি বেধে হচ্ছেন যেতে গেলেন। সেটা কিছু আত্মসাত্বিক নয়।'
শোভনা দেবী একটু চুপ করে থেকে আবার মুখ করে বললেন, 'ঈশ্বর, আমি রেখাতে লম্বর ওপরই ফেলে বলে গেছি। কৃষ্ণ যখন হল তখন দেখে কে কোন সে ঠাণ্ড হয়ে যায়। তার মধ্যে পুলিশ আর অ্যাপলেনের লোক কানন এসেছে আর জানিন। তার আদিতাকে অ্যাপলেনের উচ্চ দিয়ে গেছে চোলান। আমি তাদের যেতে চেয়েছি এলাকা, তো বলিন। কিন্তু নারিকে বলে কোনো মুহুর্তে তার শেষ নিশাচর পড়তে পারে। একক্ষণে পড়তে কি হয় কিনা জানে। তার সঙ্গে কাঁদিয়ে দেখার কোন ছিল না। আমার সঙ্গে শেষ দেখার কোন ছিল না।'
শোভনা দেবী দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে চুপ করে বলে গেলান।
বিকৃত তাকে সেই তার থেকে তিনটি পরাশর গাড়ি শান্ত হয়ে বললেন, 'তার সঙ্গে শেষ দেখা আমি করিনি হতাহত কিন্তু আপনি সে দুষ্কর সহায়তার কোন কথা কি?'
'পারব! পারব।' শোভনা দেবী আকাশ হয়ে উঠলেন, 'আমার আমার সহায় করুন পারটাই কি সব। আমার কোনো কথা তাকে শুধু বলতে চাই। বিদ্যামান চুতায় যদি তার সঙ্গে, তা হলে আমার শেষ কথা কিনা। শেষ কথা হয় না।'
'বেশ, চলো তা হলে। তুমিও এসো, কৃতিত্ব।' বলে উঠে ধাড়িয়ে পরাশরের হাতে তার চেয়ে বলেন যা হতে নিল, সেটা গতাবাদের পুরুষের সেই কাগজটা বলেন।
কোনও নাসিকে চিনে নয়, পরাশর প্রথমেই আমাদের ধাক্কায় নিয়ে নিয়ে যেলেন তার মহীধর প্রধানের বার্তা।
'যেতেন কেন নিয়ে এলেন, মহীধর কর্মের কর্ম? শোভনা দেবী বিষ্ণু অনুভূত এগিয়ে দেন।
মহীধরদের শেষ দেখা করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় কি?' পরাশর নেতৃত্ব দেখে বললেন, 'আমাদের মেয়ে তা না হেক, কয়েক দিন পরিশীলন সে-সূত্রে কিছু মন্ত্র আ করে ফেলুন সেটা হলে আমাদের সময় অস্থায়ী করতে পারবে। নিত্যক্রে আমার সঙ্গে কথায় দেখিনি। যে চেয়ের তার দেখাল তা যেন কোন হয় না তবে পারে একটা বিশালের গাড়ি হয়।
তার দৌত্যদের ভালবাস যেই আমাদের ভাকিয়ে, মহীধর যেরকম উঠলেন বলে কথা বললেন, তাতে মনে হল মৌলিক তত্ত্বটাকে যা হইতে তার পক্ষে করিন হতে।
যার এসে মূলক পর থেকে একান্তরো শোভনা দেবীর দিকে সে যে জানি তা লক্ষ করেছিলুম।
পরাশর নিজের ও আমার পরিচয় দেবার পর মহীধর কোথা রয়ে বললেন, 'আপনার কেন এসেছেন জানি না। কিছু নেশিক্ষণ সময় আপনাদের দিতে পারব না। খাঁকি বললে আমি কলকাতা চেয়ে ঝাড়ি।'
চুল যাচ্ছেন প্রশ্ন বিন্যাস প্রকাশ করলে, 'কোথায় যাচ্ছেন কতিপয়েনের জন্য?'

'কোনি না?' মহিদ্রের চর্বন্তা একটি রুঁচ।

'কিছু আদিত্যজীবনে একবার শেষ দেখা দেখে যাবেন না?' পরাশর মহিদ্রের রুঁচতা আহ্বান করলে, 'আমার আপনাকে যদি কথা নিতে আসেছিল,'

'সেই কথা আপনার?' মহিদ্র একটি বিষয় হেসে বললে, 'কিছু সে তো এখন সব কথা-শোনার বাচন। কারণ তার সব কথা করতেও দিচ্ছে না শুনলাম।'

'চুল দেখার সময় রাহু পরাশর।' আখ্যান দিলে পরাশর, 'যদি চুল তো আমাদের সঙ্গে চলনো।'

মহিদ্র পরাশরের মুখের দিকে চেয়ে গেল কিছুক্ষণ চুল করে রাখল। তারপর হত্তৈ যেন মনসহ করে চেয়ে গেল, না, আমি শেষ দেখার করতে চাই না।'

'তা হলে আমি আপনার সময় নষ্ট করব না।'

পরাশর উঠিয়েছিলেন নিকি সঙ্গে আমারও।

দরজার দিয়ে হতে শুরু পরাশর কিছু হতো ফিরে ধাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, একটা কথা শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। যেখানে আদিত্যের গাড়িটা ছিল, তার কাছে সেজুড়ে করতে গিয়ে পুলিশ একবার চুল রেখেছে। পন্থা আপনি গাড়ির চেয়ে দেখেছিলেন?

'যদি দেখেছি,' মহিদ্র একটি বিরতির সঙ্গেই বললে, 'আদিত্যকে ওই অবস্থায় দেখবার পর সেটা কি মনে করতে পারে?'

'ছিল, তা বটে,' পরাশর সীকার করলে, 'কিছু একটু আপনি একসঙ্গে দেখেছেন কিন্তে আশা করি মনে করতে পারেননি।'

পরাশর এগিয়ে দিলেন নিকি পুরনো খবরের কথিটাটুকু মহিদ্রের সামনে মেলে ধরল।

কলেক্টর মুন্নুর মাঝির মুখে অটু পরিবর্তন হয়ে আবেক পারিশ্রমিক পাকিয়ে দিলেন।

ঘটিতর ও তখন বলিয়ে কথা সমাপ্ত যে তার হিংসার জলস হয়ে উঠল, তারপর নীচের জরুর একটি মলস হিসাব নেমে এল দেখানে।

চুলকে রাখে হত মহিদ্র বললে, 'তারের কথা জিজ্ঞাসা করে আর একবার দেখিয়ে আপনি যদি একবার চুল চান যে আদিত্যের মৃত্যুর জন্য আমাকে তায় হলে দেখান। আমি নয় আমি তাকে মেরেছি। দিনের পর দিন হিসাবের দুর্বল জরুর আমি পাগল হয়ে চললাম। শোভারো সতি করে আদিত্যকেই ভালবাসে মেঝেন থেকে স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন, কেন না দেখেন তাকে একবারে সরিয়ে দেবার চিন্তা মনের ভেতর বার বার উঠে দিয়েছে। লম্বা ছোটে সে চিন্তা মনের কুলোলো খুলে বিষয়াত তুলেছে। তারপর কাজ করেও সেই ধরণের দৈবের খ্যাতিতে।

মহিদ্র এক চুল করে থেকে নীচের জরুর আবার বললে, 'আমার পুলিশের কাছে নিয়ে চলেন। সব কথা হে আমি ঈংহার করা। কিন্তু চরম চুপই আমি চাই। আদিত্য একবার হয়তো আপনি চুলকে রাখেন। তার এই চুল কাছতে আমি বুঝেছি যে এর কন্যাদের দাম আমার কাছে কতখানি ছিল। মেহ আদিত্য হয়ে নিজের্পক্ষের আমি তাকে চিনিয়ে নি। আচ্ছা তখন কেরাতে পারলে নিজের হত্তু ওদের সঙ্গে নিয়ে আমি ওদের পাশে থাকায় জীবনরের সপ্তাহে বড় আমাদের মনে কর্মসূচি। কিন্তু তাকে হবে নায়। চলুন আমায় নিয়ে চলুন লালবাজের। কিংবা তাদেরই একবারে ভাবুন।

'কিছু তাকে চুল কিছু হবে?' পরাশর একটি চুেনকের সঙ্গে বললেন, 'আপনি চরম শাস্তি চাইনে তা হে শেখে তা কে আমার বললামো যাবে না।'?

'তবে চরম শাস্তি আমি চাই।' মহিদ্রের পদে একবারে চুপ, 'নিজের হাতেই প্রায়শ্চিত্ত করব তবে আমি চেনে ছিলাম। তার চেয়ে এই ভাল। দিনের পর দিন নিচারের যে চরম লাঞ্চনার,
যন্ত্রণা ও শান্তি, তা-ব আমি লাগি দিয়ে এডাতে চাই না।

তা হলে বলি মিসার প্রধান, পরাশরের মুখে এবার বেন দুর্বোধ্য একটি হাসি, শান্তি যা পাবি তাই আপনি পেয়েছেন। তাতেই আপনার হৃদয়ের সমস্ত ময়লা গ্রেনি ধুয়ে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এই অস্থায়ীতে আদেশটির সঙ্গে দেখাতে হওয়া আপনার এখনো দিনগুলো করার।

'ঠিকই বলেছেন।' মহিদর সমর্থন করল, 'চলুন, তার কাছেই আসে যাই।'

'যেতে হবে না,' পরাশর অনুমোদন করল, 'আদিত্যার প্রতি নিজেই আপনার সঙ্গে দেখাতে আসছেন। নীচে গড়ি থাকার আরও জলে পেলাম।'

'আদিত্য আসছে,' মহিদর ও শোভা দেবী দু-জনেরই বিমূচ কথা একসঙ্গে ঝেপনা গেল।

'ইহা, আপনাদের জীবনের দুই জনের জুটি ছাড়া অন্যান্য একটা সম্পূর্ণ কৌশল অনুভূতি ছিল। তা সফল হওয়ার ফলে অন্যি দিয়ে ফিরেছি। এসো কৃপাবিদার।'

বলা বাহুল্য পথে যেতে যেতে প্রশ্নানে পরাশরকে অহির করে তুললাম।

সে প্রশ্নানের যথাযথ বিবরণ অতি দীর্ঘ। সংক্ষেপে তার মূল সারংস্কৃত কোনো তাই জানা। আদিত্যার মহিদরের উপর হিতের লক্ষ্য করে সংখ্যালিতক কিছু একটা সে করতে পারে, এই তবে তার পিতৃমূল চরি যাবার পরই পরাশরের সাহসী চেষ্টা হয়েছিল। মহিদরের গুক্কায় আদিত্যের গড়ি মেরামত হচ্ছে ও শোভা দেবীর সড়ক বিজ্ঞানীতে তাদের আদিত্যকে আকানারের একটা ইই রকম ব্যবস্থা হয়েছে জেনেই পরাশরের কিছুকাল অস্পৃষ্ট একটা অর্থের কথা মনে পড়ে যায়। পুনরায় খোদরের বাণিজ্যের একটা খুব বড় খাদ্য করে তার কোনো লুক্তিতে বিশ্বাস হয়, মহিদর আদিত্যকে পরাশরের একটা ফাঁদা করেছে। আদিত্যের পিতৃগতি বেই জোন সেই সে আগে চুরি করেছিল। কারণে আমাদের এই বাণিজ্যের একটা হত্যা-কৌশলের সহিত তার দিয়ে একটি রিপোর্ট নেট সেই স্টিয়ারিং হুইলের নীচে বীথি ফুলি যে ক্লাউটিমাত্র গৃহ ছুটে চালক নিঃসৃত হয়—ঘটনাটকে আমাদের চেহারা দেবার সুযোগও মহিদর করে নিয়েছিল। ডুর থেকে গুলি রয়েছে প্রথম এর পর সেই প্রথম ছুটে যায় গড়ির কাছে। সেখানে তার দিয়ে পিতৃগতি গড়ির মধ্যে এবং হাতে বাঁধে ফেলে কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। পরাশর কিছু কৌশল অনুভূতি করে প্রথম তাদের আদিত্যকে তার কাজ করে দিয়েছিল। আদিত্য ক্লাউটু নাছীতে তার বীথি পিতৃপ্রতিটি ঘূর্ণিয়া গড়ির জালাল দিয়ে সবকাছে ছুড়ে দেয়। তারপর বুকে গুলি দেবার যেভাবে যুটো। জামায়া থেকে নকল রিপোর্ট দেবার সুযোগের অভিভাবক করে। সে সময়ে মহিদরের পুত্তে কিছু সেবার অবহেলা ছিল না। তার ছাড়া পরাশরের গোপন ব্যবস্থায় পুলিশ আরতিা কর্ম একে তখনি সব তার নিয়ে আদিত্যকে এক নালিচুমে এনে লুকিয়ে রাখে। একে বন্ধ বন্ধ পুলিশ মহাত্মাস সাহায্যে পরাশর এইকরণ ব্যবহার করে রেখেছিল।

মহিদরের সাময়িক উদ্যোগে এইভাবে সাহায্য জটিল এক মিশ্রিত স্তেমে সমস্তি এমন মধুর সমাধান সে করতে পেরেছে, এই এই এই পরাশরের বাহাদুরি।